# মোহাম্মদী

সপ্তম বর্ষ | মার্চ্চ, ১৯৩৭ | তৃতীয় সংখ্যা

بسم ا لله ا لر حمن ا لر حيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

## দোয়া

ربى كل شئ خا د مك ربى فا حفظنى و ا نصرنى و ا رحمنى

হে আমার রাব্, হে আমার প্রভো! তুমিই আস্‌মান জমীনের যাবতীয় বস্তুর: সৃজনকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা। সকলই তোমার অনুগত ও দাস। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই সাধিত হইতে পারে না। আমরাও তোমারই দাস। তুমি ব্যতীত কেহই আমাদিগকে সকল প্রকার আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। তোমারই আশ্রয়প্রার্থী আমরা। তোমারই প্রেরিত মহাপুরুষের সত্যতা প্রচারে অগ্রসর হইয়াছি আমরা। তোমারই দিকে আহ্বান করিতেছি পাপপঙ্কে মগ্ন অন্ধ জগতকে আমরা। তুমি আমাদের সহায় হও এবং আমাদিগকে রক্ষা কর! রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র কেহই তোমার সাহায্য ব্যতীত কিছুই করিতে পারে না। তোমারই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে, তোমারই প্রেরিত পুরুষের দিকে সকলকে আকৃষ্ট করিতে ব্রতী আমরা। হে দয়াল!প্রভো, তুমি আমাদের সহায় হও! তোমার দয়া ও দান অযাচিত—ইহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাই, আজ আমরা তোমার দ্বারে উপস্থিত। 'রহম' কর, 'রহম' কর, আমাদের প্রতি! আমরা নির্ব্বোধ ও দুর্ব্বল। তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল। তোমার কৃপা, তোমার দান, তোমারই 'রহমের' দ্বার উন্মুক্ত কর আমাদের জন্য! সকল অবস্থায়ই বর্ষিত হউক, হে রাহ্‌মান প্রভো, তোমার আশীষ আমাদের উপর!

আমীন্!

# কোরান-তত্ত্ব (৯) *

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

'বিসমিল্লা' সম্বন্ধে হজরত নবী করীম ( ছাঃ ) বলিয়াছেন যে, যে কাজ 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' ব্যতিরেকে করা হয় তাহা কল্যাণ-বিহীন ও ফলশূন্য হয়।

كل امر نى بال لم يبدء فيه باسم الله فهو اقطع (درمنثور)

অর্থাৎ 'প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ যাহা 'বিস্‌মিল্লাহ' পড়িয়া আরম্ভ করা না হয় তাহা কল্যাণ-বিহীন, মঙ্গলশূন্য ও অপূর্ণ থাকিয়া যায়।' কোন কোন বাক্যের মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লা কল্যাণ নিহিত রাখিয়াছেন। এই কথার তাৎপর্য্য তাহারাই বুঝিতে পারিবে যাহারা এই পথে চলিয়াছে। যদিও এই কথা কখনো কখনো অতিরঞ্জিত হইয়া অলীক কল্পনায় পরিণত হইয়া যায়—এই সমস্ত রাওয়ায়েতের উপর নির্ভর করিয়াই অনেকে তাবিজ ইত্যাদির ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে—কিন্তু এই অলীক কল্পনাশীল ব্যক্তিগণের ভয়ে ভীত হইয়া এই সত্যকেও অস্বীকার করা যায় না যে, কোন কোন বিশেষ ঐশীবাক্য বিশেষ বিশেষ কল্যান আকর্ষণের কারণ হয়।

প্রত্যেক সূরার প্রথমে 'বিস্‌মিল্লাহ' রাখিয়া মানবের মনোযোগ এই দিকেও আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, তাহারা যেন তাহাদের সকল কাজকেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন মনে করে এবং কারণ ও উপকরণগুলিকে যেন আল্লাহ্‌র তক্‌দীরের ছায়া ও প্রতিচ্ছবি মনে করে। 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' মানুষকে স্মরণ করাইতে থাকে যে, প্রত্যেক কাজেরই ফল আল্লাহ্‌তালার হাতে রহিয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই কথা স্মরণ করা না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ নিজে কার্য্যে সুফল লাভ করিতে পারে না এবং কৃতকার্য্যতাও নিশ্চিত ভাবে লাভ করিতে পারে না। কেননা, মানুষের পরিণাম আল্লাহ্‌তালার তক্‌দীরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। এই রহস্য না বুঝিতে পারিয়াই কেহ 'জবরী' ( মানুষের কোন স্বাধীনতা নাই, সব কাজ আল্লাহ্‌ই করান) মতবাদী, আর কেহ 'কদরী' ( মানুষেরই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, আল্লাহ্‌র কোন হাত নাই ) মতবাদী হইয়াছে। প্রকৃত সত্য এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়।

খৃষ্টানগণ বিস্‌মিল্লাহ্‌র উপর এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে যে, এই আয়াতকে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ হইতে নকল করা হইয়াছে। রড্‌ওয়েল লিখিয়াছে যে, এই বাক্যটি ঈহুদীমূলক ( বেরী, ২৮৬ পৃঃ, ১ম খণ্ড )। বেরী লিখিয়াছে, ইহা নিশ্চয় যে এই বাক্য মোহাম্মদ ( ছাঃ ) ঈহুদী এবং ছাবেয়ী জাতি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। শেষোক্ত জাতি সর্ব্বদাই কিছু লিখিবার পূর্ব্বে এই কথা লিখিত—( বেরী ২৮৯ পৃঃ )

بنام يزدان بخشايش گر و داد گر

পাদরী সেণ্ট ক্লিয়র টসেণ্ডল 'ইনাবিউল ইসলাম' নামক গ্রন্থে এই এবারতকে জরতুস্তীদের গ্রন্থ 'দসাতীর' কিতাবে প্রত্যেক নবীর ছহিফার প্রথমে এরূপ ভাবে আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে,—

بنام ايزد بخشايش مهربان داد گر

আশ্চর্য্যের বিষয় তিন জন খৃষ্টান গ্রন্থকারই এই আয়েতকে চুরির সাব্যস্ত করিবার জন্য এই আয়েতের তিনটা উৎস বর্ণনা করিতেছেন। একজন ঈহুদীদিগকে ইহার উৎস বলেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি ছাবেয়ীদিগকে, তৃতীয় ব্যক্তি জরতুস্তীদিগকে ইহার উৎস বর্ণনা করিতেছেন। এই আয়েতকে চুরির সাব্যস্ত করিবার জন্য ইহাদের এত প্রচেষ্টা! ইহাতেই বুঝা যায় যে এই আয়েত আভ্যন্তরীণ গভীরতার দিক্‌ দিয়া একটা সমুদ্রবিশেষ—এবং এই কথা ইহারা বুঝিতে পারেন। নতুবা তাহাদের এতটুকু লিখাই যথেষ্ট ছিল যে এই আয়াতের মধ্যে বিশেষ কোন মাহাত্ম্য নাই। তারপর বলা যাইতে পারে যে এই তিন জাতির মধ্যে কোন এক জাতি এই আয়েতের প্রকৃত আবিষ্কর্ত্তা; এই তিন জাতিই ত ইহার আবিষ্কর্ত্তা হইতে পারে না। অতএব খৃষ্টান গ্রন্থকারগণ কিংবা তাহাদের শিষ্যদের মীমাংসা করা উচিৎ যে, এই আয়েত ঈহুদী, কিংবা জরতুস্তি, কিংবা ছাবেয়ীদিগ হইতে চুরি করা হইয়াছে, না কি বিষয়টা ইহার বিপরীত।

এই মজার কথাটা স্মরণ রাখার উপযুক্ত যে, ঈহুদীদের ব্যবহারে এই বাক্যটির একটা দৃষ্টান্তও পেশ করা হয় নাই এবং

* হজরত খলিফাতুল মসিহ সানির ( আইঃ ) দরসুল্‌ কোরান হইতে মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব কর্ত্তৃক অনুদিত।

সেই শব্দগুলিও নকল করা হয় নাই যাহাতে ঈহুদীগণ এই মর্ম্ম বর্ণনা করিত; বরং খৃষ্টানধর্ম্ম ঈহুদী ধর্ম্মের একটা শাখা হওয়া সত্ত্বেও এবং ঈহুদী গ্রন্থাদি খৃষ্টানদের নিজ ধর্ম্মগ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও খৃষ্টান গ্রন্থকারগণ ঈহুদী গ্রন্থের কোন 'রেফারেন্স' দিতে পারে না, কোন বাক্যও উদ্ধৃত করিতে পারে না; অবশ্য জরতুস্তি এবং ছাবেয়ীদের গ্রন্থাদি হইতে 'রেফারেন্স' নকল করিয়াছে। ইহাতে এই কথা আরও স্পষ্টতর ভাবে প্রমাণিত হয় যে, এই আয়েতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ইহারা এত বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া পড়িয়াছে যে কোন না কোন উপায়ে ইহাকে নিজেদের ধর্ম্ম গ্রন্থের বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়।

ছাবেয়ী ও জরতুস্তিদের কথা—ছাবেয়ীদের ধর্ম্মগ্রন্থ ত বিদ্যমানই নাই; জরতুস্তিদের ধর্ম্মগ্রন্থের কোন কোন অংশ এখনও পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে জরতুস্তিরা নিজেই বলে যে, এই গ্রন্থ প্রকৃত বিশুদ্ধ অবস্থায় বর্ত্তমান নাই। অতএব ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই যে, জরতুস্তিদের কিতাবের কোন কোন অংশ ইস্‌লামের আধিপত্যের পরে সৃষ্টি করা হইয়াছে; এই গ্রন্থগুলিকে যদি বিশুদ্ধ ও প্রকৃত বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় তথাপি কোরাণ করীমের উপর কোন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। কেননা, কোরাণ শরীফ এই দাবী করে না যে এই আয়েত সর্ব্ব প্রথমে কোরাণ শরীফেই অবতীর্ণ হইয়াছে। বরং কোরাণ শরীফ এই কথা স্বীকার করিতেছে যে, এই আয়েত পূর্ব্ববর্ত্তীকালেও এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল। সূরা নমলে আল্লাহ্‌তালা বলিতেছেন যে, হজরত সুলেমান ছাবার রাণীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন সেই পত্রের এবারত এরূপ ছিল—

انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم

অতএব যদি এই কথা প্রমাণিতও হইয়া যায় যে, ইহুদী, জরতুস্তি, ছাবেয়ী কিংবা অন্য কোন জাতির মধ্যে এই আয়েত বিদ্যমান ছিল, তবু কিছু আসে যায় না। কোরাণ শরীফ ত নিজেই স্বীকার করিতেছে যে এই আয়েত হজরত সোলেমানের জানা ছিল। অতএব হজরত সোলেমানের যে আয়াত জানা ছিল তাঁহার শিষ্যদের নিশ্চয়ই তাহা জানা ছিল, এবং ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে, অন্যান্য জাতিসমূহের নবীদেরও ইহা জানা ছিল। প্রভেদ শুধু এই যে কোরাণ শরীফে ইহা আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী জাতিসমূহের মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু কোরাণ শরীফে এই আয়েতের বিদ্যমানতাকে নকল বলা যাইতে পারে না; কেননা কোরান শরীফে এই আয়েতের বিদ্যমানতা একটা ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিতেছে, এবং যে বাক্য নূতন উদ্দেশ্যে পুনরাবৃত্ত হয়, কিংবা বিশেষ কোন নূতন অর্থে যে বাক্যের পুনঃ ব্যবহার হয় তাহাকে নকল বা চুরি বলা যাইতে পারে না।

'দসাতীর' সম্বন্ধে কি একথা কেহ প্রমান করিতে পারিবে যে ইহাদের গ্রন্থকার বনী-ইসমাইল বংশোদ্ভূত ছিলেন, কিম্বা হজরত মুসা সদৃশ শরিয়ত আনয়ন করিয়াছিলেন, কিম্বা তাহাদের ওহির প্রথমে বিসমিল্লাহ্‌ লিখিত থাকিত? ইহা ত একটা ঐতিহাসিক কিতাব যাহাতে নবীদের অবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। হজরত মুসা (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণীর এবারত এই ছিল:—

"এবং এইরূপ হইবে যাহারা আমার বাক্যগুলির প্রতি,—যাহা আমার নামে বলা হইবে—কর্ণপাত করিবেনা, আমি তাহার প্রতিশোধ তাহাদের নিকট হইতে লইব।"

এই এবারতের মধ্যে এই সত্যগুলি বর্ণনা করা হইয়াছে:—(১) সেই নবীর ওহির প্রথম ভাগে 'বিসমিল্লাহ্‌' শব্দগুলি থাকিবে, (২) প্রত্যেক পূর্ণ অংশ অহীর প্রথম ভাগে এই শব্দগুলি থাকিবে। অতএব কোরান শরীফের প্রত্যেক সূরার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ্‌' থাকিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিতেছে। ইহার প্রতি চুরির দোষারূপ বিশেষতঃ ঐসমস্ত জাতির মুখ হইতে যাহারা হজরত মুসা (আঃ) কে মান্য করে, শোভা পায় না।

'বিস্‌মিল্লাহ্‌' পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতগণের মধ্যে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও কোরাণ শরীফে ইহার বিদ্যমানতাকে চুরি বলা যাইতে পারে না। কেননা, প্রথমতঃ কোরান শরীফ নিজেই স্বীকার করে যে পূর্ব্ববর্ত্তী কালে 'বিসমিল্লাহ' ছিল। দ্বিতীয়তঃ, 'বিসমিল্লাহ' হজরত মুসা (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিতেছে। যদি কোরাণ শরীফ 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' দ্বারা আরম্ভ না হইত তবে হজরত মুসা (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইয়া যাইত।

اللّٰہ—(ক) আরবী ভাষায় 'আল্লাহ্‌' শব্দটি সৃষ্টি কর্ত্তার বিশিষ্ট নাম, অন্যান্য ভাষায় এরূপ কোন শব্দ নাই। এই শব্দটি একাধিক শব্দের সংযোগেও সৃষ্টি হয় নাই এবং অন্য শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়া আসে নাই। এই শব্দটি হইতেও অন্য কোন শব্দের উৎপত্তি হয় না। আরবী ভাষাতে এই শব্দটির বিদ্যমানতা ইহাই প্রমাণ করিয়া দেয় যে ইহাই ঐশীবাণীর ভাষা এবং প্রথম ভাষা; এই কারণেই শেষ ঐশীবাণী এই ভাষাতেই অবতীর্ণ হইয়াছে। অন্যান্য ভাষায় আল্লাহ্‌তালার যে সমস্ত নাম আসিয়াছে সেইগুলি হয়ত গুণবাচক বা সংযুক্ত শব্দ এবং সেই শব্দগুলি আল্লাহ্‌তালা

ছাড়া অন্যের জন্যও ব্যবহার করা চলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংরাজী ভাষায় 'God' শব্দটি যখন বহুবচনে ব্যবহৃত হয় তখন প্রতিমা কিম্বা দেবদেবীকে বুঝায়। আর হিন্দুদের মধ্যে পরমেশ্বর এবং পরমাত্মা,—পরম+ঈশ্বর ও পরম+আত্মার সংযোগে সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহাদের অর্থ বড় অস্তিত্ব।

ইহুদীদের মধ্যে يَاهُو—অর্থাৎ 'হে যিনি আছ' কিংবা বাইবেলের ভাষায় "আমি হই যিনি আমি"—সর্ব্বনাম রূপে ব্যবহৃত হয়, ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয় না। অন্যান্য ভাষার এবং কিতাবাদিরও এই অবস্থা যে, তাহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌তালার কোন বিশেষ নাম নাই, আল্লাহ্‌র জন্য অন্যান্য ভাষায় যত নাম ব্যবহার করা হইয়াছে সেগুলি গুণবাচক, কিম্বা সর্ব্বনাম সংযুক্ত, কিংবা বহুঅর্থ ব্যঞ্জক যাহা অন্য বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। চিনাভাষায় আকাশ ও আল্লাহতালার জন্য একই নাম ব্যবহৃত হইয়াছে; এইজন্য চিনা লোকেরা জড়বাদীতার দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছে। একটা বিশেষ নাম যাহা আর কাহারও জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে না এবং যাহা কোন একটা গুণ বিশেষের দিকে ইঙ্গিত করে না, এই রকম নাম শুধু আরবী ভাষাতেই আছে, এবং ধর্ম্মের দিকদিয়া কেবল ইসলামই ইহা পেশ করিয়াছে। অতএব এই নামের অভ্যন্তরে সমস্ত গুণরাশিই নিহিত আছে এবং ইহা সৃষ্টি কর্ত্তার জন্য ব্যক্তিবাচক এবং বিশিষ্ট নাম।

(খ) কোন কোন পণ্ডিত ও ভাষাবিদগণ 'আল্লাহ্' শব্দটিকে مركب (সংযুক্ত) বা مشتق (অন্য শব্দ হইতে উৎপাদিত) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু ইহা সত্য নহে। প্রকৃত কথা এই যে, 'আল্লাহ্' শব্দটি সংযুক্ত শব্দও নয় এবং অন্য শব্দ হইতেও ইহার উৎপত্তি হয় নাই; বরং ইহা 'ইস্‌মে জামেদ' অর্থাৎ যাহা হইতে কোন শব্দ বাহির হয় না এবং ইহাও অন্য কোন শব্দ হইতে বাহির হইয়া আসে নাই।

---

# হাদীসের যৎকিঞ্চিৎ

( ১ )

عن ابی هریرة قال بینما النبی صلعم محدث اذ جاء اعرابی فقال متی الساعة قال اذا ضیعت الامانة فانتظر الساعة - قال کیف اضاعتها قال اذا وسد الامر الی غیر اهله فانتظر الساعة -

আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন,—রসুলে করীম (সাঃ) একদিন কথা বার্ত্তা বলিতেছেন এমন সময় একজন গ্রাম্য লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কেয়ামত কখন হইবে?' তখন হজরত বলিলেন যে যখন বিশ্বস্ততা নষ্ট হইয়া যাইবে তখনই কেয়ামতের অপেক্ষা করিও। সে বলিল, কি করিয়া বিশ্বস্ততা নষ্ট হইবে? হজরত বলিলেন, অনুপযুক্ত ব্যক্তির হাতে যখন শাসন ভার অর্পিত হইবে তখনই কেয়ামতের অপেক্ষা করিও।

এই হদিস হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে আমাদের এই যুগই সেই কেয়ামতের যুগ—যখন হজরত ইমাম মাহদীর (আঃ) আবির্ভাবের কথা। বর্ত্তমান জমানায় মুসলমান জাতি বিশ্বস্ততা হারাইয়া ফেলিয়াছে; নেতৃস্থানীয় পুরুষগণ টাকার লোভে জাতির স্বার্থকে বিক্রি করে। বিশ্বাসঘাতকতার এরূপ জঘন্য মূর্ত্তি আর কখনও কেহ দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ। ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে অনুপযুক্ত ব্যক্তিরাই রাজ-দরবারে জাতির শাসন দণ্ড নিয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

( ২ )

عن جابر قال قال رسول الله صلعم یکون فی آخر الزمان خلیفة یقسم المال و لا یعده و فی روایة یکون فی اخر امتی خلیفة یحثی المال حثیا و لا یعده محمدا -

জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে হজরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন,—'শেষ যুগে একজন খলিফা হইবেন, তিনি অর্থদান করিবার সময় গননা করিবেন না।' অন্য রাওয়ায়েতে আসিয়াছে—'আখেরি জমানায় একজন খলিফা হইবেন তিনি হাতের গণ্ডুষ ভরিয়া দান করিবেন কিন্তু গণনা করিবেন না।'

কাদিয়ানে আবির্ভূত হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্বন্ধে যাহারা ব্যক্তিগত ভাবে অবগত আছেন তাহারা জানেন যে তিনি কাহাকেও কিছু দান করিতে কিম্বা লঙ্গর খানার জন্য আটা বা টাকা পয়সা ইত্যাদি দিতে কখনও গণনা করিতেন না; হাতের গণ্ডুষ বা মুষ্টির মধ্যে যাহা আসিত তাহাই তিনি দিয়া দিতেন।

---

* মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনূদিত।

# প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ-সূচনা ও আমাদের কর্ত্তব্য *

মানব বুদ্ধি এমন অবস্থায় আছে যে সামান্য ব্যতিক্রমে মানুষ ধ্বংসের অতল তলে নিপতিত হয়। অন্য কথায় মানবের ইচ্ছাবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ এরূপ 'পূল্-সেরাত' বা সেতু-পথ অতিক্রম করে যে তাহাতে কোন সামান্য বিপর্য্যয় ঘটিলে অত্যন্ত ভয়াবহ ফল উৎপাদিত হয়। তাই উত্তম জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণও এইরূপ অমনোযোগের ফলে, যখন জ্ঞানবুদ্ধির উপর তাঁহাদের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না, এমন ক্রিয়াদি করিয়া ফেলে যে পরে অন্যের কথা দূরে থাকুক তাহারা নিজেরাই কৃতকর্ম্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়।

যে সকল অত্যাচারী বাদশাহ্ তাহাদের প্রতাপকালে ক্ষমতার অভিমানে কোন কোন নগর, জনপদ ও দেশ উৎসন্ন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন,—ইতিহাসে সেই সমুদয় ঘটনা পাঠে শত সহস্র বর্ষের পরও জনসাধারণ তাহাদিগকে অভিশাপ করে এবং তাহাদের কার্য্যকলাপ ঘৃণার চক্ষে দেখে।

## হালাকু খাঁ ও নাদিরশাহ্

যখন হালাকু খাঁ মহানগর বোগদাদ ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিম্বা নাদিরশাহ্ মহানগরী দিল্লীতে নরহত্যার আদেশ দিয়াছিলেন তখন তাহারা নিজকে অত্যন্ত শক্তিশালী মনে করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণ, বোগ্‌দাদের ধ্বংস ক্রিয়া ও দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া, তাহাদের প্রতি যে অবজ্ঞা ও ঘৃনার সহিত কটাক্ষ-পাত করিবে, যদি তাহা হালাকু খাঁ কিম্বা নাদির শাহ্ তখন ধারণা করিতে পারিতেন, তবে আমি মনে করি, মহাপরাক্রমশালী নৃপতি হওয়া সত্ত্বেও তাহারা সেই ক্রিয়া হইতে বিরত থাকিতেন। তাহারা নির্ব্বোধ ছিলেন না। তাহাদের প্রখর বুদ্ধি-বৃত্তি ছিল। কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ মানব শাসন করিতে পারে না। তাহাদের দিগ্বিজয় ও শাসনক্ষমতাই তাহাদের বুদ্ধি-মত্তার পরিচায়ক। যাহাহউক প্রাগুক্ত ক্রিয়াগুলি ইহাই প্রমানিত করে যে সেইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণেরও কখন কখন দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। যে সকল ঘোর অত্যাচারী বাদশাহ্ সুবৃহৎ সাম্রাজ্যাদি শাসন করিয়াছেন, তাহারা অপরাপর কার্য্যকলাপে জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিলেও এমন কার্য্যানুষ্ঠানও তাহারা করিয়াছেন যৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয় তাহারা সম্ভবতঃ উন্মাদ ছিলেন।

## মানব-সংহার

মানব প্রাণ কত মহামূল্য। কোরান করীমে উক্ত হইয়াছে এক জনের হত্যা বিশ্বমানব হত্যা স্বরূপ;

فكانما قتل الناس جميعا

অর্থাৎ 'কোন একজনকে হত্যা করিলে তাহা বিশ্ব-বাসীকে হত্যা করা স্বরূপ।' যদি কোন এক ব্যক্তিকে হত্যা করা এরূপ ভয়াবহ অপরাধ হয়, তবে যাহারা নগর সমূহে মহা হত্যাকাণ্ড করিয়াছে, যাহাদের নির্ম্মম আদেশে রাস্তা ও বাজারে গমনাগমনশীল শান্ত নাগরিক ও গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান গৃহস্থদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল, তাহারা কত ভয়াবহ পাতকে মহাপাতকী! অত্যন্ত বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও সেই সকল মহাপাপানুষ্ঠানের জন্য তাহাদের বুদ্ধি তাহাদিগকে অনুমোদন করিয়াছিল।

এযুগে পূর্ব্ব-পুরুষ ও খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের দোষ ধরা অতি প্রবল। কোন ছেলেও যখন উপরোক্ত ঘটনাগুলি ইতিহাসে পাঠ করে, তখন সে বলিয়া ফেলে যে পূর্ব্বোক্ত ব্যাক্তিগণ অত্যন্ত বর্ব্বর ও অসভ্য ছিল, কারণ তাহারা সহস্র সহস্র মানব হত্যা করিয়াছিল।

## আধুনিক সভ্যতা

এখন ভাবিবার বিষয় এই যে এই ধারণাগুলি কি ঠিক? আধুনিক মানব কি বাস্তবিকই এরূপ সভ্যতা লাভ করিয়াছে যে তাহাদের নিকট মানব প্রাণের মূল্য বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে? যখন আমরা দেখিতে পাই যে, বহু ডাক্তার গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশে গমন করিয়া রোগীদের চিকিৎসার জন্য কষ্ট স্বীকার করেন—কেহ ইংলণ্ড ছাড়িয়া চীনে গমন করেন, কেহ আফ্রিকার বনে বনে ভ্রমন করেন, কেহ ভারতবর্ষে আসিয়া কুষ্ঠ রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তখন মনে হয়, আধুনিক মানব অত্যন্ত সভ্য। অপরের প্রাণনাশ করিবার পরিবর্ত্তে তাহারা অপরকে রক্ষা করিতে উদ্‌গ্রীব। অপিচ, ইহার বিপরীত দিকে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই, সহস্র সহস্র ব্যক্তি এমন আবিষ্কারাদি নিয়া

* হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানি আইয়েদাহুল্লাহ-তা'লা কর্ত্তৃক প্রদত্ত জুমার খোৎবার সারমর্ম্ম। অনুবাদক—মৌলবী আবুহামীদ মোহম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব। সঃ আঃ।

ব্যস্ত, যদ্বারা আক্রমণ করিলে শত সহস্র মানব এক সঙ্গে কাল গ্রাসে নিপতিত হয় কিম্বা জীবনের তরে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

ইহাতে আমাদের বুদ্ধি একথা স্বীকার করিতে অক্ষম যে, রক্ষা-মূলক ক্রিয়াদি মানবের সভ্যতার উন্নতির ফল। যদি আধুনিক মানব উন্নতি লাভ করিয়া থাকে, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সভ্য হইয়া থাকে, তবে ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে যে, এক ভ্রাতা মানব-প্রাণ রক্ষার্থ বিদেশে গমন করে এবং অন্য ভ্রাতা সহস্র সহস্র নিরস্ত্র ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বোমা নিক্ষেপে নিহত করিতে বহির্গত হয়? সভ্যতার উন্নতি হইয়া থাকিলে আমরা অধিকাংশ লোক এমন দেখিতে পাইতাম, যাহারা প্রাণ-নাশের এইরূপ উপায়গুলিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে মানব-প্রাণ সংহারের জন্য এবং এরূপ যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিবার জন্য যদ্বারা শত্রুদিগকে সহজে পঙ্গু ও অকর্ম্মণ্য করা যায়, এত লোক কার্য্য করিতেছি যে তাহাদের তুলনায় মানব-প্রাণ রক্ষার চিন্তা করে, এমন ব্যক্তিগণের সংখ্যা অল্প। তারপর যাহারা মানব প্রাণ রক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তাহাদের সহানুভূতিও ঐ সকল লোকদের সহিত রহিয়াছে যাহারা মানব প্রাণ সংহারের জন্য আবিষ্কারাদি করিতে নিমগ্ন।

যখন জার্ম্মানীর সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন কি সেই সকল ডাক্তার যাহারা সহৃদয়তার পরিচয় দিবার জন্য ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসায় রত ছিলেন, কিম্বা ম্যালেরিয়ার প্রতিকারে ব্যস্ত ছিলেন, অন্তর হইতে ইহাই চাহিতেছিলেন না যে, খোদা তাহাদের ভ্রাতাগণকে এরূপ শক্তি দিন, যেন তাহারা অধিক হইতে অধিকতর জার্ম্মানের মুণ্ডপাত করিতে পারে? তখন কি তাহারা এই বলিয়া আবেদন করিতে ছিলেন না যে, তাহাদিগকেও যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য সুযোগ দেওয়া হউক, যেন তাহারা প্রাণ রক্ষার কার্য্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া প্রাণ-সংহার কার্য্য দ্বারা সন্তোষ লাভ করিতে পারেন? তারপর অষ্ট্রীয়ান ও জার্ম্মানিগণেরও অবস্থা কি ইহাই ছিল না?

সহস্র সহস্র ডাক্তার, যাহারা সর্ব্বদাই রোগীদিগকে এই বলিয়া সান্তনা প্রাদান করিতেন যে, তাহারা যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ স্বীকার করিয়াও রোগীদের প্রাণ রক্ষা করিবেন, তাহারাই কি আবার সর্ব্ব শক্তি নিয়োজিত করিয়া ইহারই প্রতি জোর দিতেছিলেন না যে, যে ভাবেই হওক শত্রুদের প্রাণ, যত অধিক সম্ভব, সংহার করিতে হইবে?

এই দৃশ্যাবলোকন পূর্ব্বক কে বলিতে পারে যে, মানব সভ্যতায় উন্নত হইয়াছে? বাস্তবিক পক্ষে সভ্যতায় নয় বরং প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, বাহ্যিকতা ও মিথ্যাচরণে মানব উন্নতি লাভ করিয়াছে।

হালাকু খাঁ মানব হত্যা করিয়া বলিতেন যে আমি নর হত্যার জন্যই বহির্গত হইয়াছি; কিন্তু বর্ত্তমান হালাকু যখন মানব প্রাণ সংহার করে তখন বলে যে সে মানবের সেবার জন্য বহির্গত হইয়াছে। নাদির শাহ হত্যাকাণ্ডকে সিদ্ধ মনে করিতেন, তাই 'হত্যা করিতে বহির্গত হইয়াছি' এই কথা ঘোষণা করিয়াই তিনি হত্যা করাইয়াছিলেন; কিন্তু এযুগে কত নাদির আছে, যাহারা নগর সমূহ উৎসন্ন করিয়াও বলে যে তাহারা তথাস্থ জাতির উদ্ধার ও উন্নতির জন্য বহির্গত হইয়াছে। একটু চিন্তা করুন, নাদির দিল্লীতে যে হত্যাকাণ্ড করাইয়াছিলেন, তাহা ইটালী আবিসিনিয়ায় যে হত্যাকাণ্ড করিয়াছে তাহার তুলনায় কিছুই নহে। আবিসিনিয়ায় সাধারণ জনগণের কথা স্বতন্ত্র, স্বয়ং বাদশাহও বিষপূর্ণ বোমার আক্রমন হইতে রক্ষালাভ করেন নাই। তিনি আপাদমস্তক আহত হন। উন্নত মনিষী, চিন্তাশীল ব্যক্তি ও সেনাপতিগণ উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া ছুটাছুটি করিতেছিলেন। ইটালীর বোমাবর্ষণে আবিসিনিয়ার যত ক্ষতি হইয়াছে,দিল্লীতে তদ্রূপ হয় নাই। নাদির কখনো বলেন নাই যে, তিনি দিল্লীর সংস্কারের জন্য আগমন করিয়াছিলেন, বরং তিনি বলিাছিলেন যে তিনি হত্যার জন্য আগমন করেন। তিনি হত্যাকারী ছিলেন, কিন্তু মিথ্যাবাদী ছিলেন না। অধুনা হত্যাকারীরা গরীবদের প্রাণ নাশ করিয়াও বলিয়া থাকে, তাহারা হিতকর কার্য্য করিতেছে, দেশের উন্নতির জন্য আগমন করিয়াছে। ইহারা পূর্ব্ববর্ত্তিগণ অপেক্ষা অধিক মানব-সংহারক এবং সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যাবাদী।

## জমাতের দায়িত্ব

ইত্যাবস্থায় আমাদের জমাতের (জমাত অর্থে তাহাদিগকে বুঝায় যাহারা প্রকৃতপক্ষে খোদাতালার নিকট জমাতের অন্তর্ভুক্ত) সেই ব্যক্তিগণ কি কূপ মণ্ডুক নহে, যাহারা মনে করে যে চাঁদা দেওয়া এবং নামাজ পড়াই যথেষ্ট? যে সমস্ত বন্ধু কোরান শরীফ ও হজরত মসিহ্‌মাউদের (আঃ) এল্‌হাম্ সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করেন এবং যাহারা জানেন যে **খোদাতালার জমাত সমূহ জগতে যুগ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়,** তাহাদের মধ্যে কোন সাধারণ কৃষক যখন তাহার ক্ষেত্র কর্ষণে ব্যপৃত থাকে তখন সে একথা চিন্তা করে না যে তাহার

কত খানি শস্য উৎপন্ন হইবে, বরং সে ভাবিতে থাকে যে আমেরিকা ও জাপানের এস্‌লাহ্‌ (সংস্কার) কি ভাবে হইবে। একজন দরজি যখন পায়জামা সেলাই করে, তখন তাহার লক্ষ্য মুজুরীর দিকে থাকে না, সে তখন ভাবিতে থাকে যে ফিলিপাইন ও আমেরিকায় কিরূপে পবিত্র পরিবর্ত্তন আনায়ন করা যায়। একজন সূত্রধর যখন কাষ্ঠ মর্দ্দন করিতে থাকে, তখন সে একথা চিন্তা করে না যে তাহার নির্ম্মিত চেয়ার বা টেবিল কত মূল্যে বিক্রয় করা হইবে, বরং সে তখন ভাবে, বিশ্ব অর্থনীতি ও সভ্যতার সংস্কার সাধনের নিমিত্ত কি উপায় অবলম্বন করা যায়। এইরূপ জমাতই বাস্তবিক খোদার জমাত, এই জমাত কূপমণ্ডুক স্বরূপ নহে। পক্ষান্তরে যাহারা এখনও রাষ্ট্রশক্তি লাভ করে নাই বলিয়া মনে করে যে জগতের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই এবং জাগতিক বিষয়াদি সম্বন্ধে তাহাদের ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই— আমি এই শ্রেণীর লোকদিগকে সম্বোধন করিতেছি না। আমি শুধু তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিতেছি, যাহারা খোদার নিকটও জমাতভুক্ত।

বাবর শত্রুগণ কর্ত্তৃক একাদশ বার পরাজিত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, ইহার পর তিনি পায়খানায় উপবেশন করিয়াও দিগ্বিজয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন। পরিশেষে, ইহাই তাঁহার উন্নতির কারণ হইল। একবার তিনি পায়খানায় বসিয়া দেখিতে পাইলেন যে একটি পিপীলিকা একটি শস্য নিয়া দেয়ালে চড়িতে চায়। শস্যটি আকারে তাহার চেয়ে বড় ছিল। সে বারম্বার চেষ্টা করিল, কিন্তু বারবারই পড়িয়া গেল। সে ক্রমাগত বিশ বারেরও অধিক শস্যটি নিয়া গড়াইয়া পড়িয়া গেল, কিন্তু পরিশেষে জয়ী হইল। ইহাতে তাহার শৌচ করিবার পর্য্যন্ত জ্ঞান রহিল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমি কি এই পিপীলিকা হইতেও অধম যে, ১১ বার পরাজিত হওয়াতেই ভয় পাইব?' তিনি পুনরায় তাঁহার সৈন্য সামন্ত একত্রীত করিলেন। এবার খোদাতালা তাঁহাকে বিজয় প্রদান করেন। জগতের মহাপ্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে এখন তাঁহাকে গণনা করা হয়।

আমাদের জমাতকে আল্লাহ্‌তালা সর্ব্বদা বিজয়ের পর বিজয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা পরাজয় শুনিও নাই। আমরা কি জগতের কার্য্যবিধি সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারি? আমাদের কোন গরীব কৃষক, যাহার দুই চারি বিঘা জমি দ্বারা কালাতিপাত হয়, সেও কদাচ এরূপ ভাবিবে না যে বিশ্ব রাজনীতির সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। এক জন দরিদ্র ব্যবসায়ী, চারি আনা কিম্বা ছয় আনা মাত্র যাহার দৈনিক উপার্জ্জন হয়, তাহারও একথা ভাবিতে নাই যে বিদেশে কি কি বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাহার কোন চিন্তার দরকার নাই। সেইরূপ কোন শিক্ষক যিনি মাত্র বর্ণমালা শিক্ষা দেন তাঁহারও কদাচ এরূপ মনে করিতে নাই যে জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান লাভের প্রয়োজন নাই। সেইরূপ, আমাদের কোন সূত্রধর, দরজি এবং ধোপীরও কদাচ এরূপ মনে করিতে নাই যে, তাহারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা হইতে স্ব স্ব ক্ষমতা অনুযায়ী তাহারা চাঁদা দেয়, জগতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তাহাদের ভাবিবার কি দরকার? বরং তাহাদের প্রত্যেকেরই জানা উচিত যে জগতের আমূল পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য তাহারা প্রত্যেকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

অন্য কথায়, যিনিই এই জমাতে প্রবিষ্ট হন, তিনিই এই অঙ্গীকার করেন যে তিনি জমাতের দায়ীত্ব সমূহ বরণ করিতেছেন। বিদেশ যাত্রার সময় এখনও উপস্থিত না হইয়া থাকিলেও অন্ততঃ জীবনের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সিপাহিগণ কি প্রত্যহ যুদ্ধে ব্যপৃত থাকে, কিম্বা কোন পুলিশের লোক কি রোজই চোর ধরে? কিন্তু কোন সিপাহী কি কখনও মনে করিতে পারে যে তাহার যুদ্ধ করিতে হইবে না? কোন পুলিশের ব্যক্তি দশ বৎসর পর্য্যন্ত কোন চোর ধৃত করিতে না পারিয়া থাকিলেও সুযোগ পাওয়া মাত্র ধৃত করাই তাহার লক্ষ্য থাকিবে। বিশ্বস্ততার অভাব থাকিলে উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক চোর ছাড়িয়া দিতে পারে, কিন্তু সে টাকাও তখনই গ্রহণ করিতে পারিবে যখন সে চোর ধৃত করিতে সমর্থ হইবে। সেইরূপ যদি তোমাদের মধ্যে সূত্রধর, ধোপা, তন্তুবায়, সাধারণ কৃষক, কি সামান্য ব্যবসায়ী, প্রত্যেকেই স্ব স্ব কার্য্যকালে বিশ্ব সংস্কারের উপায় সম্বন্ধে চিন্তা না করে তবে বলিতে হইবে যে, তোমরা এখনো তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পার নাই। যদি তোমরা বিশ্ব রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে অবগত না হও, তবে ইহার সংস্কার তোমরা কিরূপে করিবে? রাষ্ট্রনীতি কি কোরান করীমের অন্তর্ভুক্ত নহে? যদি প্রত্যেক দেশেরই অবস্থা আমাদের জানা না থাকে, তবে তাহার জন্য আমাদের অন্তঃকরণে কিরূপে বেদনা জন্মিতে পারে এবং আমরা কিরূপে তাহার সংস্কার বিষয়ে মনোযোগী হইতে পারি?

সুতরাং আমাদের জমাতের স্বীয় দায়ীত্ব হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। স্মরণ রাখিতে হইবে, খোদাতা'লা আমাদিগকে বিশ্ব সংস্কারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা স্বীয় বলে নহে, বরং খোদাতা'লার ফজল ও অপার অনুগ্রহে অতীব বিশাল কার্য্য সাধন

করিয়াছি—হজরত ইসা ( আঃ ) জীবিত থাকার ধারণার পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কোরান করীমে কোন কোন আয়েত 'মনসুখ' হওয়ার ধারণা পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে; খৃষ্টীয় দেশ সমূহে খৃষ্টান্‌দের বাইবেল সংক্রান্ত ধারণা সমূহে পরিবর্ত্তন আনয়ন করা হইয়াছে; কিন্তু এখনো এই সকল কাজ সমুদ্রের তুলনায় কূপ স্বরূপ। আমাদের সম্বন্ধ সমগ্র বিশ্বের সহিত। এজন্য বিশ্বে যে সমস্ত বিপদাপদ অবতীর্ণ হইতেছে, তাহা হইতে বিশ্ববাসীকে উদ্ধার করিবার উপায় আমাদিগকে ভাবিতে হইবে। যদি আমরা এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বসিয়া পড়ি যে, আমাদের কাছে শক্তি নাই, তবে আমরা কখনো কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী তাহারাই হয়, যাহারা পূর্ব্ব হইতেই নিজেদিগকে পরাস্ত মনে করে।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় কোন কোন ইংরাজ সৈন্য জার্ম্মানীতে যাইয়া গ্রেপ্তার হয়। সেখান হইতে তাহারা বিপক্ষীয় রক্ষী ও সৈন্যগণকে এড়াইয়া পলায়ন পূর্ব্বক স্বদেশে নিরাপদে উপনীত হয়। জার্ম্মানীর এম্‌ডেন নামক একটি ক্ষুদ্র রনতরী মান্দ্রাজে আসিয়া গোলাবর্ষণ করে। ভারতবর্ষীয়েরা যুদ্ধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলিয়া এম্‌ডেন যখন মান্দ্রাজে গোলাবর্ষণ করে তখন মান্দ্রাজ হইতে ১২০০ মাইল দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও পাঞ্জাবের মেয়েদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই ক্ষুদ্র রনতরী অষ্ট্রেলিয়ার নিকট ইংরেজদের এলাকায় ইংরেজদের একটি দ্বীপে ইংরাজ সৈন্য কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়। সেই এলাকার এক দিকে ছিল জাপান; জাপান তখন ইংরেজদের মিত্র; অন্য দিকে ছিল রুশিয়া; তথাপি এম্‌ডেনের নাবিকগণের একাংশ সেখান হইতে পলায়ন করে। তাহাদের মধ্য হইতে অন্ততঃ এক ব্যক্তি জাপান, ইংরাজ ও রুশ সৈন্যদল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া জার্ম্মানীতে উপনীত হয়। সে আবার যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। তখনও মহাযুদ্ধ চলিতেছিল। যদি তখন সে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িত, তবে ধরা পড়িত। সে সাহস অবলম্বন করিয়াছিল, তাই রক্ষা পাইয়াছিল। ফ্রান্স্, ইটালী প্রভৃতি সকল দেশের লোকেরাই এইরূপ সাহস প্রদর্শন করিয়াছে। কোন কোন যোদ্ধা বন্দী হইয়া ৭ বৎসর কাল পর্য্যন্ত কারাগারে থাকে। কেহ কেহ কারা মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু কেহ কেহ দুই চারি মাস পর পর পলায়ন করে। মানুষ সাহস না হারাইলে উদ্ধারের সহস্র সহস্র পথ আবিষ্কৃত হয়। আমাদের জন্য ত একটি তৈয়ার করা রাস্তাই আছে অর্থাৎ আমরা দোয়া করিতে পারি।

## আস্‌ছে যুদ্ধ

(ক) **ইংরাজ**—আমি এখন এবিষয়ের প্রতি জমাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি যে, এযুগে আবার জগতে মহা-পরিবর্ত্তনের আয়োজন চলিতেছে। শীঘ্রই আর এক মহা-যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। ইহা বিগত মহা-যুদ্ধ অপেক্ষা গুরুতর হইবে। ইহা এপর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবার কারণ ইংরাজ এখনো অপ্রস্তুত। ইংরাজ প্রস্তুত থাকিলে ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ কালেই যুদ্ধ আরম্ভ হইত। বিগত মহা-যুদ্ধের পর বেচারা ইংরাজেরা "শান্তি" "শান্তি" বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন আর অন্যান্য ইয়ুরোপীয় জাতিগণ রণ-শক্তি বৃদ্ধি করিতে তৎপর ছিলেন। ফলে এখন ইটালীর ন্যায় ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য সদর্পে বারম্বার যুদ্ধাহ্বান করিতেছে, ইংরাজ চুপ করিয়া আছেন। ইহার কারণ, ইংরাজ যুদ্ধে অনভিলাষী তাহা নয়। অবশ্য ইংরাজদের মধ্যে কেহ কেহ এমন আছেন, যাহারা বলিয়া থাকেন যে জার্ম্মানী ইংলণ্ড অধিকার করিলেই বা ক্ষতি কি? ইদানীং একজন লেবার লীডার এরূপ একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহা তাহাদের পক্ষে অপমান জনক বলিয়াও অনুভব করিতেছিলেন, কিন্তু তাহারা একথাও ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছিলেন যে এখন যুদ্ধ হইলে, অধিকতর অবমাননার কারণ হইবে। ইংরাজ সেই সময় হইতে অবিরত রণ-শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে, কিন্তু জার্ম্মানী এবং ইটালীও এখন অনেক চতুর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা জানে যে, ইংরাজ ১৯৩৭ সনের পৌষ মাষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে পারে না। সেজন্য তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে। যদিও ইহাও সম্ভবপর যে, একান্ত বাধ্য হইলে বৃটন-শক্তি ১৯৩৭ সনেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের প্রোগ্রাম ১৯৩৮ সনে পূর্ণ হইবে।

আবিসিনিয়া হস্তগত করার পরে ইটালী, স্পেন সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে। ইংরাজ সংবাদপত্র সমূহের বর্ণনানুসারে ইটালীয়দের চাল আশ্চর্য্যজনক। তাহারা প্রথমতঃ কোন একটা কার্য্য করিয়া বসে, পরে প্রত্যেক শান্তি বৈঠকে যোগদান করে। যখন সন্ধির প্রস্তাবসমূহ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, তখন তাহারা বলে, 'বিবেচনা করিয়া উত্তর দিব'। এই বিবেচনাকালে তাহারা আক্রমণও চালাইতে থাকে। যখন কোন এলাকা হস্তগত হয় কিম্বা তাহাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হয়, তখন তাহারা বলে যে তাহারা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু ইতি মধ্যে এক দেশ বিজয় করা হইয়াছে। তৎপর তাহারা অন্যত্র তাঁহাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করে। আবার ইংরাজ ও ফরাসী প্রশ্ন উত্থাপন করিলে তাহারা বলে, এই বিষয়টি একটু জটীল, চিন্তা

করিয়া উত্তর দিবে। এই চিন্তার কি অর্থ তাহা ইংরাজ ও ফরাসী জানে, কিন্তু কিছু করিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্থলে, আজকাল স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। ইটালী ও জার্ম্মানী হইতে ক্রমাগত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী স্পেনে প্রেরিত হইয়াছে। ইংরাজ ফরাসী বলে যে, ইহা ঠিক নয়। ইটালী ও জার্ম্মানী বলে যে, আচ্ছা, বিবেচনা করিয়া উত্তর দিব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ২২শা ডিসেম্বর, ১৯৩৬ হইতে ২রা জানুয়ারী, ১৯৩৭ পর্য্যন্ত দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক ইটালী হইতে, এবং দশ হাজার জার্ম্মানী হইতে স্পেনে উপনীত হইয়াছে। বিদ্রোহীগণ ৬০,০০০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক চাহিয়াছিল। যদি ইহা সত্য হয়, তবে ষাট হাজার সংখ্যা পূর্ণ হইলে সেই জাতিদ্বয় বলিবে, "আচ্ছা, আর স্বেচ্ছা-সেবক পাঠান হইবে না।"

চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, মূলতঃ এই অপরাধ উভয় পক্ষেরই। ইটালী দেখিতে পায় যে, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের বহু উপনিবেশ আছে এবং তাহাদের কোন উপনিবেশ নাই। ইহাতে তাহারা মনে করে যে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অন্যান্য দেশ দ্বারা লাভবান হইতেছে, তাহারা কিছুই করিতে পারিতেছে না। কোন বিচক্ষণ ইংরাজ গ্রন্থকার ও রাজনৈতিক ভ্রম বশতঃ বলিয়া আসিতেছেন যে তাহারা ভারতবর্ষে সভ্যতা শিক্ষা দানের জন্য আগমণ করেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আমি বারম্বার ইংরাজদের দৃষ্টি ইহার প্রতি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছি যে এই যুক্তি দ্বারা স্বয়ং তাহাদেরই ক্ষতি হইবে। তাহাদের পরিষ্কার একথা বলা উচিত যে, ভারতবর্ষ তাহারা সেকালীন রাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী হস্তগত করেন, এখন তাহারা সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা সহকারে ইহা শাসন করিতে চান। ইটালীও বলে যে, তাহারাও অন্যান্য দেশকে সভ্যতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে। ইটালী আবেসিনিয়ার সহিত যুদ্ধকালে তাহার সাপক্ষে এই যুক্তিই প্রদান করে।

স্পষ্টকথা, একজন অধ্যাপক অন্য অধ্যাপককে কোন বিদ্যা শিক্ষা দিতে কিরূপে নিষেধ করিতে পারেন? উপরোক্ত যুক্তির ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, এখন কোন কোন জাতি পরিষ্কার বলিতেছে যে, সেবার জন্য নহে, নিজেদের লাভের জন্য তাহারা সব কিছু করিতেছে এবং কোন অবস্থাতেই তাহারা তাহাদের ইষ্টের বিষয় ছাড়িতে প্রস্তুত নয়। এখন ত কোন কোন ইংরাজ মনিষীও পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, তাহারা ভারতবর্ষ তাহাদের লাভের জন্য অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। ইটালী এসব কথায় কান দেয় না। সে ক্রমাগত ইহাই বলিতেছে যে, সেবাকার্য্যে যোগদান করিয়া সে পুণ্যার্জ্জন করিতে চায়।

সুতরাং ভুল উভয় পক্ষেরই। কিন্তু বড়দের লড়াই ছোটদের সর্ব্বনাশ। ফলে যে সমস্ত জাতির নিকট যুদ্ধোপকরণ বা আত্মরক্ষার সরঞ্জাম নাই, তাহারা ধ্বংস হইতেছে। এমতাবস্থায় আমরা নীরব থাকিতে পারি না। ইংলণ্ডের সহিত আমাদের এরূপ সম্বন্ধ যে, যে বিষয়ে ইংলণ্ডের ক্ষতি হইতে পারে, সে বিষয়ে ভারতেরও ক্ষতি হইতে পারে, ভারতীয়গণ যতই সম্বন্ধ অস্বীকার করুক না কেন। দৃষ্টান্তস্থলে, যদি ইটালী আবিসিনিয়ায় রণকেন্দ্র সংস্থাপন করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তবে ইহাতে ভারতীয়গণেরই মৃত্যু হইবে।

সুতরাং আমাদের জন্য, বিশেষতঃ সেই সমস্ত জাতির জন্য যাহাদের ইংরাজদের সহিত সম্বন্ধ আছে, সমূহ আশঙ্কা। অবস্থা এরূপ যে, ইংরাজ এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিতে পারে না। চীন, আফ্‌গানিস্থান প্রভৃতি দেশ সম্ভবতঃ রক্ষালাভ করিতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ডের পক্ষে সেই প্রতিক্রিয়া হইতে নিরাপদ থাকা অসম্ভব। এজন্য বন্ধুগণের বিশেষভাবে দোয়া করা কর্ত্তব্য যেন ভবিষ্যতে যুদ্ধ বা বিপ্লবের যে আয়োজন হয়, আল্লাহতা'লা তাহাতে আমাদের জন্য এবং আমাদের সহিত যে সমস্ত জাতির সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাদের জন্য বাঁচিবার আয়োজন করেন।

কোন সন্দেহ নাই, তোমরা মুসোলনীর ন্যায় ঘুষি দেখাইতে পার না, হিট্‌লারের ন্যায় তরবারীর চাক্‌চিক্য দেখাইতে পার না; কিন্তু (১) **তোমরা দোয়া করিতে পার** এবং (২) **নিজেদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ (মুন্‌জাম) করিতে পার।** কারণ সঙ্ঘবদ্ধ বা 'মুন্‌জাম্' জাতিকে সকলেই আপনার সঙ্গে মিশ্রিত করিতে চায়।

কোন সন্দেহ নাই, কোন কোন ইংরাজ ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ আছে এবং যে পর্য্যন্ত ইহার প্রতিকার করা না হয়, সে পর্য্যন্ত ইহা দূর হইতে পারে না। ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, ইংরাজ জাতির সহিত আমাদের সম্বন্ধ এমন যে তাহারা বিধ্বস্ত হইলে আমরা ক্ষতি হইতে রক্ষা লাভ করিতে পারি না। **সেজন্য ইহাও দোয়া করিতে হইবে, আল্লাহতা'লা যেন ইংরাজদিগকে এমন পথে চালিত করেন, যাহাতে তাহারা ধ্বংসের পথে ধাবিত না হয়।**

(খ) **তুর্কি**—তারপর, ফ্রান্স ও তুর্কিদের বিবাদ। সিরিয়ার কোন কোন অঞ্চল ফ্রান্স দখল করিয়া নিয়াছিল। প্রথমে তাহারা

অঙ্গিকার করিয়াছিল যে, পরে সেগুলি তাহারা প্রত্যার্পণ করিবে; কিন্তু এখন তাহারা তাহা প্রত্যার্পণ করিতে রাজী নহে। তুর্কি এসব অঞ্চল দাবী করিতেছে। তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখা যায়। কিন্তু অবস্থা বাহ্যতঃ তাহাদের একান্ত প্রতিকূল। কারণ কয়েক মাস পূর্ব্বে তুর্কিদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল রুষিয়া। জার্ম্মানীও পূর্ব্বে তাহাদের সঙ্গে ছিল। এখন ইটালীর সহিত জর্ম্মানীর মিত্রতা। ইটালী তুর্কিদের একটি এলাকা হস্তগত করিতে চায়। ফলে উভয়ের মধ্যে বিষম ভাব। সেজন্য জর্ম্মানীও তুর্কিগণ হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে।

রুষিয়ার সহিত ফ্রান্সের চুক্তি হইয়াছে। এজন্য রুষও এখন তুর্কিদের সাহায্য করিতে পারে না। এখন তুর্কি গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ বন্ধুহীন। আমরা এখানে দূরে বসিয়া অবস্থা সম্বন্ধে ভালরূপে অবহিত থাকিতে পারি না। যতদূর জানা যায় তাহাতে আমি মনে করি, যদি তুর্কি গবর্ণমেণ্ট ঐকার্য্য একবৎসর পর আরম্ভ করিত কিম্বা বৎসর কাল পূর্ব্বে করিত, তবে অধিক ভাল হইত। যদি তাহারা তাহা আবিসিনীয়ার যুদ্ধকালে করিত বা ১৯৩৮ সনে করিত, তবে অধিক লাভবান হইতে পারিত। আল্লাহ্‌তা'লাই সবিশেষ জানেন।

যাহা হউক, তুর্কি গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, ফ্রান্স সেই এলাকাগুলি প্রত্যার্পণ না করিলে কিম্বা লীগের মধ্যবর্ত্তীতায় কোন বুঝাপড়া না হইলে তাহারা তরবারি বলে সেই এলাকা লইবে।

তুর্কিজাতি ইস্‌লামের কোন কোন দিক বর্জ্জন করিয়াছে বটে কিন্তু তথাপি 'লাইলাহা-ইল্লাল্লাহ্' ধ্বনি এখনও তাহাদের মস্‌জিদ সমূহ হইতে ধ্বনীত হয়। এখনো তাহাদের নামাজে খোদাতা'লার কালাম পঠিত হয়। এখনো তাহারা 'সোব্‌হানাল্লাহ' 'আল্‌হাম্‌দো-লিল্লাহ্', 'লাহাওলা-ওলা-কুওতা-ইল্লা-লিল্লাহ', পড়ে। যদিও কোন কোন বিষয়ে ভ্রম করিতেছে, তথাপি ইসলামের কোন কোন বিষয়ে তাহারা কায়েম আছে। এজন্য তাহাদের কথাও আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। সর্ব্বপ্রকার মতভেদ সত্ত্বেও তুর্কির দুঃখভোগে মোসলমানের ব্যথা না হইয়া পারে না।

সেজন্য আমাদিগকে ইহাও দোয়া করিতে হইবে যে, যদি তুর্কি একান্তই যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তবে আল্লাহ্‌-তা'লা যেন তাহাদিগকে সাহায্য করেন এবং তাহাদিগকে শক্তি প্রদান করেন। ইউরোপীয় শক্তি সমূহের মাঝে তুর্কি ৩২ টি দন্তের মধ্যে জিহ্বা স্বরূপ। সেজন্য আমাদের দোয়া এই যে,—আল্লাহ্‌তা'লা প্রথমতঃ তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে রক্ষা করুন এবং যদি একান্তই তাহারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে আল্লাহ তাহাদিগকে সাহায্য করুন। অবশ্য তুর্কির প্রভুত্ব দ্বারা মোহাম্মদ রসুলল্লাহর (সাঃ) পূর্ণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারে, কিন্তু অসম্পূর্ণ প্রভুত্বও একেবারে না থাকার চেয়ে ভাল। সুতরাং আমাদিগকে দোয়া করিতে হইবে, যদি যুদ্ধ দ্বারা তাহাদের ক্ষতি হয়, তবে আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা করুন; যদি তদ্বারাই মাত্র তাহারা তাহাদের অধিকার লাভ করিতে পারে, তবে তাহাদিগকে সাহস প্রদান করুন। অন্য কিছু না হইলেও আমরা তাহাদিগকে দোয়া দ্বারা সাহায্য করিতে পারি। তদ্ব্যতীত, আবশ্যক হইলে আমরা তাহাদিগকে চাঁদা ইত্যাদিও দিতে পারি। কিন্তু আমি দেখিতে পাই, আমাদের জমাতের কোন কোন কূপমণ্ডুক ভূমিকম্পে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিগণের জন্য চাঁদার ব্যাপারেও আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে। অন্য কথায় তাহারা এদুনিয়ায় বাস করে না, অন্য কোন স্থানে বাস করে। সম্ভবতঃ এরূপ ব্যক্তিরা আমি এইক্ষণ যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহাতেও আপত্তি করিতে পারে; কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে আমার কোন পর্‌ওয়া নাই।

## ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা যে, দুনিয়ার সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। আমাদেরই সম্বন্ধ দুনিয়ার সহিত। যখন খোদাতালা আমাদিগকে দুনিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার অঙ্গীকার এই যে তিনি বিশ্ব অন্যান্যদের হস্ত হইতে ছিনাইয়া আমাদের হস্তে সপর্দ্দ করিবেন, তখন যদিও এখন ইহা আমাদের করতলগত নহে, তথাপি আমরা কিরূপে উদাসীন থাকিতে পারি?

হজরত সোলেমান আলায়হেসসালামের সময়বর্ত্তী একটি ঘটনা হইতে আমাদের শিক্ষা লাভ করা উচিত। দুই পত্নী একটি সন্তান নিয়া ঝগড়া করে। উভয়ে বিচার প্রার্থীনী হইলে

প্রকৃত মাতা নিরূপনের জন্য সন্তানটিকে ছুরিকা দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া বণ্টন করিবার উদ্যোগ করা হয়। তখন অপ্রকৃত মাতা তাহাতে সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু প্রকৃত মাতা গদগদ কণ্ঠে সন্তানের দাবী ছাড়িয়া তাহার সপত্নীকে প্রত্যর্পন করিবার জন্য আকুল প্রার্থনা জানাইল। ইহাতে তাহার সন্তান তাহাকেই প্রদত্ত হইল। মায়ের এই মমতা হইতে আমাদের শিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য। কোন বস্তুর প্রকৃত মালিক যেই বস্তুর বিনাশ কখনও সহ্য করিতে পারে না। যখন আমাদের খোদা আমাদিগকে বলিতেছেন যে জমিন ও আসমান আমাদের জন্য, এমতাবস্থায় তাহারা কেমন উন্মাদ যাহারা ভূমিকম্পে বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে চাঁদা দ্বারা সাহায্য করিতে নিষেধ করে এবং বলে যে রাজনৈতিক বিষয়ে খলিফা হস্তক্ষেপ করিতেছেন! যদি এসব কার্য্যে যোগ দান তোমাদের প্রয়োজন নয় তবে তোমরা পার্থিব বিষয় সম্পত্তি, ও প্রভুত্ব হইতে হস্তোত্তলন কর।

## হজরত মসিহ মাউদের (আঃ)

### আদর্শ

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) সম্বন্ধে হজরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব মরহুম বর্ণনা করেন, তিনি (আঃ) একবার **বয়তু দোয়া** মধ্যে দোয়া করিতেছিলেন। উপরে মৌলবী সাহেব দোয়া করিবার জন্য একটি প্রকোষ্ঠ নির্ম্মান করিয়াছিলেন। মৌলবী সাহেব বলেন, নিম্ন হইতে এমন শব্দে শোনা যাইতেছিল যেন কোন স্ত্রীলোকের প্রসব বেদনা উপস্থিত এবং সে কষ্ট প্রকাশ করিতেছে। তিনি কান দিয়া শুনিলেন, **হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) দোয়া করিতেছেন এবং বারবার বলিতেছেন 'এলাহী যদি মখলুক (সৃষ্টি) এভাবে পেগ দ্বারা ধ্বংস হইতে থাকে তবে তোমার পয়াগামে কে ইমান আনিবে?** এই ত আমাদের নেতা, আমাদের **ইমামের আদর্শ**; কিন্তু তোমাদের মধ্য হইতে কোন কোন মোনাফেক ধৃষ্টতা বশতঃ এবং কোন ব্যক্তি নির্ব্বোদ্ধিতা বশতঃ প্রত্যেক সৎকার্য্যে বাধা দিয়া বলে, ইহা করিবেন না ইহার সহিত আমাদের জামাতের কি সম্বন্ধ?"

### আমাদের কর্ত্তব্য

বিশ্ব-জগতের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ আমাদেরই। যদি লোক ডুবিতে আরম্ভ করে, উদ্ধার করা আমাদেরই কর্ত্তব্য; যদি মানুষ দুর্ভিক্ষে মরিতে আরম্ভ করে, তবে আহার্য্য দান আমাদের কর্ত্তব্য; যদি মানুষ দ্বন্দ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে আপোষ করান আমাদের কর্ত্তব্য; যদি যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া পড়ে, তবে হকদারের সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য। এখন যদিও আমরা পার্থিব (আঃ) হিসাবে কিছুই করিতে পারি না, কিন্তু অন্ততঃ দোয়া অবশ্যই করিতে হইবে যেন আল্লাহ্‌তালা ফজল করেন। অবশ্য যে পর্য্যন্ত ইমাম না বলিয়া দেন যে কি দোয়া করিতে হইবে, সে পর্য্যন্ত ইহাই দোয়া করিতে থাক, "এলাহী, তোমার দীনের, তোমার ইসলামের মঙ্গল যাহাতে রহিয়াছে তাহাই করা।"

### দোয়া

অত্যন্ত সঙ্কটকাল উপস্থিত। আবার ভ্রাতা ভ্রাতার গ্রীবা কর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত। জগৎ আবার প্রলয় দৃশ্য দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। আমাদের হস্তে না হইলেও আমাদে হৃদয়ে অবশ্যই শক্তি আছে। সে জন্য আমাদিগকে শক্তিশালী ও মজবুত দেল লইয়া খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে যেন খোদাতালা এই মানবগুলিকে বুদ্ধি দেন যেন তাহারা যুদ্ধ হইতে রক্ষা লাভ করে; এবং যদি যুদ্ধই বাঁধে তবে যেন সেই পক্ষকে বিজয় প্রদান করেন, যাহার বিজয় লাভে ইসলাম লাভবান হয়; আল্লাহতালা বৃটিশ গবর্নমেণ্টকেও যেন যথার্থ পথে পদক্ষেপ করিবার সামর্থ্য দেন এবং ইহাকে এমন ক্ষতি হইতে রক্ষা করেন, যাহা ইসলাম এবং সেলসেলার জন্য অনিষ্টের কারণ হয়।

তারপর আমাদিগকে তুর্কিদের জন্য ও দোয়া করিতে হইবে। যাহাহউক তাঁহারা ইস্‌লামের নামোচ্চারণ করে। যদি যুদ্ধ করা তাহাদের পক্ষে অনিষ্ট জনক হয় তবে আল্লাহতালা তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে রক্ষা করুন এবং যদি লাভজনক হয়, তবে তাহাদের বাহুতে শক্তি প্রদান করুন এবং তাহাদের শত্রুদের হস্ত নিস্তেজ করিয়া দিন, যেন এই বীর জাতি, যাহারা শত শত বর্ষ ব্যপীয়া খৃষ্টান জগতের ঈর্ষার পাত্র হইয়া আসিয়াছে, তাহারা ইস্‌লামের নামের দরুন বিপদগ্রস্ত না হয়।

# অর্থ সঙ্কট দূরী ভূত করিবার নূতন ব্যবস্থা

( নাজের বয়তুল্‌মাল খান্ সাহেব মৌলবী ফরজন্দ আলী সাহেবের তাহরিকের বঙ্গানুবাদ )

বন্ধুগণ অবগত আছেন যে গত অক্টোবর মাসে, ১৯৩৬ইং, মজ্‌লিসে মুশাবেরার (পরামর্শ সভার) যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলার ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে তদ্রূপ অধিবেশন আর হয় নাই। এরূপ অধিবেশন ইহাই সর্ব্বপ্রথম। বর্ত্তমানে সেল্‌সেলা আলীয়া আহ্‌মদীয়ার যে অর্থ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহা দূরীভূত করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবনই এই অধিবেশনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই অধিবেশনে হজরত আমীরুল মোমেনীন যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দৈনিক আল্‌-ফজলে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সেই সিদ্ধান্ত সমূহ কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করা হইতেছে। জমাতের বন্ধুগণ হইতে আশা করা যায় যে, তাঁহারা এই প্রস্তাব সমূহ গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন এবং তাহা শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া খোদাতালার নিকট পুরস্কারের অধিকারী হইবেন।

এস্থলে এই কথা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে নাজের-বয়তুলমালের চার্জ্জ গ্রহণ করার পর বন্ধুগণের প্রতি ইহাই আমার প্রথম তাহ্‌রিক বা আহ্বান। তাই আমি সাতিশয় বিনয় ও নম্রতা সহকারে খোদাতালার নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি এবং অন্যান্য বন্ধুগণকেও প্রার্থনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি,—যেন আল্লাহ্‌তালা আমার এই প্রথম সহৃদয় তাহরিককে ( আহ্বানকে ) উত্তমরূপে কৃতকার্য্য ও সফল করেন, এবং ইহাকে এরূপ এক রুহানী ( আধ্যাত্মিক ) প্রভাব-যুক্ত করেন যেন জমাতের সকল বন্ধুগণই ইহা পাঠ করিবা মাত্র পূর্ণ 'এখ্‌লাস্' ( আন্তরিকতা ) ও ইমানে সহকারে ইহার প্রত্যেক 'মোতালেবা'তে ( আহ্বানে ) 'লাব্বায়েক' বলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হন। হে আল্লাহ্‌ তাহাই হউক!

## আমানতের আহ্বান

সদর আঞ্জোমান আহ্‌মদীয়ার বর্ত্তমান অর্থ সঙ্কট দূরীভূত করিবার জন্য অন্যান্য প্রস্তাবের সঙ্গে দুইটি বড় প্রস্তাব এই পেশ করা হইয়াছিল যে—(১) জমাত হইতে বিশেষ চাঁদারূপে এক লক্ষ টাকা চাওয়া হউক; (২) পাঁচ বৎসরের মধ্যে ফেরত দেওয়ার সর্ত্তে নিষ্ঠাবান বন্ধুগণ হইতে এক লক্ষ টাকা কর্জ্জরূপে গ্রহণ করা হউক।

হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌ এই প্রস্তাবদ্বয়ের মধ্যে মাত্র কর্জ্জ গ্রহণের প্রস্তাবটি মঞ্জুর করেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাতেও জোর দেন যে,—জমাতের বন্ধুগণের নিকট যাহা কিছু জমা আছে—অল্পই হউক আর বেশীই হউক—তাহারা যদি তাহা কোন ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস বা নিজের নিকট জমা না রাখিয়া সদর আঞ্জোমান আহ্‌-মদীয়ার ধনাগারে জমা রাখেন—তবে না কর্জ্জ গ্রহণের তাহরিকের প্রয়োজন হইবে, না আপাততঃ বিশেষ চাঁদার কোন আবশ্যক হইবে। কেননা, আপন আয় হইতে কিছু না কিছু সঞ্চিত করা কোন দোষের কথা নয়, বরং উত্তম কাজ এবং অধিকাংশ স্থলে পুণ্যজনক। অধিকাংশ লোক নিজ নিজ বিবিধ প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্য—যথা, সন্তানের শিক্ষা, শাদিবিবাহ, গৃহ-নির্ম্মান ইত্যাদি কার্য্যের জন্য—অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকেন এবং এক দীর্ঘকাল যাবৎ এই টাকা বেকার পড়িয়া থাকে এবং হেফাজতের জন্য কোন ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস বা অন্যত্র আমানত রাখা হয়। যদি বন্ধুগণ আপন আপন সঞ্চিত অর্থ কোন ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস বা অন্যত্র সঞ্চিত না রাখিয়া সদর আঞ্জোমান আহ্‌মদীয়ার কেন্দ্রীয় ধনাগারে সঞ্চিত রাখেন এবং সাধ্যানুসারে তাহা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন, তবে এই উপায়েই লক্ষ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইতে পারে, সেল্‌-সেলার কেন্দ্রীয় কার্য্যে সুবিধা হইতে পারে এবং কর্ম্মীদের শ্বাস গ্রহণ করিবার সুযোগ ঘটিতে পারে এবং ইত্যবসরে আয় বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে।

অতএব বন্ধুগণের উচিত যে তাহারা আপন হৃদয় হইতে অনাস্থা দূর করিয়া দিয়া এবং এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া যে,—খোদাতালার ফজলে তাহাদের টাকা সদর আঞ্জোমান আহমদীয়ার ধনাগারে, ব্যাঙ্ক বা পোষ্ট অফিসের ন্যায়ই নিরাপদে থাকিবে—অবিলম্বে আপন আপন টাকা সদর আঞ্জোমান আহ্‌মদীয়ার ধনা-গারে জমা রাখেন। ইহাতে তাহারা 'মুফ্‌ত' ( বিনা মূল্যে ও বিনা পরিশ্রমে ) আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা ও পুণ্য অর্জ্জন করিবার সুযোগ পাইবেন, এবং হজরত আমীরুল মোমেনীনের দোয়াও তাঁহারা লাভ করিবেন; এবং ইহা সুনিশ্চিত যে খোদাতালা তাহাদের ধনে 'বরকত' ( বৃদ্ধি ) দিবেন যাহা তাহারা ব্যাঙ্ক বা পোষ্ট অফিসে জমা রাখিয়া কখনো পাইতে পারেন না।

## আমনত পরিশোধ

যে সকল বন্ধু টাকা জমা রাখিবেন তাহাদের টাকা তলব মাত্র তৎক্ষণাৎ আদায় করিয়া দেওয়া হইবে। এস্থলে এ বিষয়টি ব্যক্ত করা উচিত যে, যখন হইতে সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার ধনাগারে ব্যক্তিগত ভাবে টাকা জমা রাখিবার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে—এই পদ্ধতি ১৯২৬ সন হইতে আরম্ভ হইয়াছে—তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত কখনো কোন আমানতদারের ( সঞ্চয়কারীর ) টাকা ফেরত পাইতে কোন অসুবিধা হয় নাই।

ধনাগারে যে এই পদ্ধতিতে টাকা জমা রাখা যায় তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। সুতরাং আমি এবিষয়ের প্রতি সকল বন্ধুর মনযোগ আকর্ষণ করিতেছি যে,—সদর আঞ্জোমনের ধনাগারে আমানতরূপে টাকা জমা রাখা হয়; প্রত্যেক আমানত-কারীর পৃথক পৃথক হিসাব রাখা হয় এবং চাহিবা মাত্র অবিলম্বে টাকা ফেরত দেওয়া হয়। এই সমস্ত হিসাব কাহারো নিকট প্রকাশ করা হয় না। একজনের হিসাবের কথা অন্যে অবগত হইতে পারেন না। কর্ম্মচারীদিগের প্রতি কঠোর আদেশ রহিয়াছে যেন তাহারা একজনের হিসাব অপর জনকে না জানায়। ইন্‌শা-আল্লাহ ভবিষ্যতেও এই সমুদয় বিষয়ের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখা হইবে।

যে সকল বন্ধু কাদীয়ানে বাস করেন না, তাহারা বাহিরে থাকিয়াও এই ধনাগারে আমানতের হিসব খুলিতে পারেন। এইরূপ বন্ধুগণ ইচ্ছা করিলে টাকা প্রত্যক্ষভাবে ধনাগারে পাঠাইতে পারেন, কিম্বা কোন জমাতের মারফতও পাঠাইতে পারেন। (এরূপ টাকা পাঠাইবারকালে প্রত্যেক আমানতকারীর সম্পূর্ণ ঠিকনা লিখিয়া দিতে হইবে)। যখনই টাকা উঠাইবার প্রয়োজন হইবে তখনই আমানতকারীর ইচ্ছানুযায়ী হয়ত সদর আঞ্জোমনের ধনাগার হইতে, কিম্বা স্থানীয় জমাতের চাঁদা হইতে সেই টাকা প্রত্যর্পন করা হইবে। টাকা যদি এখান হইতে পাঠাইতে হয় তবে টাকা পাঠাইবার খরচ (মানি অর্ডার কমিশন বা বিমা খরচ ইত্যাদি) ধনাগারই বহন করিবে। এই কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীর প্রতি আদেশ থাকিবে যেন বাহির হইতে আগত প্রত্যেক তলবই ফেরতডাকে সরবরাহ করে। এইরূপে বন্ধুগণের টাকা বেকার পড়িয়া থাকার পরিবর্ত্তে সেলসেলার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারিবে, তাহা সংরক্ষিতও থাকিবে এবং প্রয়োজন মত ফেরতও পাওয়া যাইবে এবং বিনাব্যয়ে সোয়াব (পুণ্য) ও লাভ হইবে।

সুতরাং এই তাহরিক প্রকাশিত হইবার পর একমাসের মধ্যে* বন্ধুগণ এবং জমাতসমূহ আমাকে জানাইবেন, তাহারা এই তাহরিকের অধীনে কে কত টাকা তৎক্ষণাৎ পাঠাইবেন বা ভবিষ্যতে পাঠাইতে থাকিবেন।

যিনি জমাতের মারফত এই বিষয় সম্বন্ধে জানাইতে অনিচ্ছুক তিনি আমাকে সাক্ষাৎ ভাবে জানাইতে পারেন। তাহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাহার হিসাব তাহার জমাত হইতে গোপন রাখা হইবে।

বহির্দ্দেশীয় জমাতসমূহের জন্য তিন মাসের মেয়াদ নির্দ্ধারিত করা যাইতেছে। ভারতীয় জমাত সমূহের সংবাদ ১৯৩৭ইং ১০জানুয়ারী পর্য্যন্ত পোছা চাই। ভারতের বাহিরের জমাত সমূহের সংবাদ ১৯৩৭ইং, ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত পৌছা চাই। সালানা জলসার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই তারিখ সমূহ নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

## সিন্ধুদেশে ভূমির তেজারত

দ্বিতীয় উপায় এই যে বন্ধুগণ কোন কোন লাভজনক তেজারতে লাগাইবার জন্য টাকা দিতে পারেন। তেজারতে অবশ্য লাভ-লোসকান দুইয়েরই সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু এই প্রস্তাব পেশ করিবার কালে যে তেজারতের প্রতি হজরত আমীরুল মোমেনীনের লক্ষ্য ছিল—তাহা সিন্ধুদেশের ভূমি সংক্রান্ত তেজারত। ইহাতে খুব আশা করা যায় যে, প্রতি আট দশ মাসে ইন্‌শা-আল্লাহ্‌ শতকরা প্রায় ১০৲ করিয়া লাভ হইবে। এই তেজারতের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া হজরত আমীরুল-মোমেনীন বলিয়াছেন, 'শরিয়ত অনুসারে আমরা ব্যবসা সম্পর্কিত কোন বিষয় সম্বন্ধে 'একীনী নাফা' ( নিশ্চিত লাভ ) শব্দ ব্যবহার করিতে পারি না—নতুবা এই ব্যবসায় সম্বন্ধে ইহার বাহ্যিক অবস্থা ও সরঞ্জামাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা অবশ্য ইহা বলিতে পারি যে, ইহাতে লাভের 'গালেব উম্মেদ' বা অধিকতর সম্ভাবনা আছে। অতএব সক্ষম ভ্রাতৃগণ এই তেজারতে শরিক হইয়া লাভবান হউন।

হজরত আমীরুল মোমেনীন এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছিলেন। তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

---

* বঙ্গদেশের জন্য বহির্দ্দেশীয় জমাত সমূহের ন্যায় তিন মাসের সময় দেওয়া হইয়াছে। সঃ আঃ

## অছিয়তকারীগণের প্রতি আহ্বান

১। যিনি ওছিয়ত করিয়াছেন এবং 'হিস্যায়ে আমদ' বা আয়ের অংশ প্রদান করিয়া থাকেন তিনি তিন বৎসরের জন্য স্বেচ্ছায় আপন 'হিস্যায়ে আমদ' এক মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিন। যথা—যে মুছী ( অছিয়তকারী) বর্ত্তমানে আয়ের ১/১০ এক দশমাংশ আদায় করেন তিনি আগামী তিন বৎসরের জন্য ১/৯ এক নবমাংশ দিতে প্রস্তুত হউন, যিনি ১/৯ অংশ দান করেন তিনি ১/৮ এক অষ্টমাংশ দান করিতে আরম্ভ করুন। এই ভাবে সকলেই বৃদ্ধি করুন।

নোট—যিনি পূর্ব্ব হইতেই ১/৩ এক তৃতীয়াংশ হিসাবে দিয়া থাকেন তিনি এই তাহরিকের বহির্ভূত, কারণ শরিয়ত অনুসারে এক তৃতীয়াংশের অধিক বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা নাই।

## চাঁদার হার বৃদ্ধি

২। যাহারা মুছি নহেন ( অর্থাৎ অছিয়ত করেন নাই ) তাহারা আগামী তিন বৎসরের জন্য সাধারণ চাঁদা টাকা প্রতি এক আনা স্থলে পাঁচ পয়সা হিসাবে দিন। এই বৃদ্ধিও ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ যিনি খুশী হইয়া এরূপ বৃদ্ধি করিতে চাহেন তিনিই করিতে পারেন। যাহা হউক, আশা করা যায় যে যদিও এই তাহ্‌রিক ইচ্ছাধীন তথাপি বন্ধুগণ বহুল সংখ্যায় ইহাতে সাড়া দিয়া আল্লাহ্‌তালার বিশেষ 'ফজল' ও 'বরকতের' ( অনুগ্রহের ) অধিকারী হইবেন।

যে সকল 'মুছী' বা 'গয়ের-মুছী' বন্ধু এইরূপে আপন চাঁদা বৃদ্ধি করিবেন তাঁহাদের তিন বৎসর পরে পূর্ব্বতন হারে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অধিকার থাকিবে। এই দুই বিষয়ে যাহারা চাঁদার হার বৃদ্ধি করিতে চাহেন তাহাদেরও অবিলম্বে এসম্বন্ধে সংবাদ জ্ঞাপন করা উচিত। সংবাদ জ্ঞাপন করিবার সময় পূর্ব্বে সাধারণ চাঁদা বা 'হিস্যায়ে আমদে'র হার কি পরিমাণ ছিল, ভবিষ্যতে কি পরিমাণ হইবে তাহাও জ্ঞাপন করা উচিত।

নোট :—এই উভয় চাঁদার বৃদ্ধির রিপোর্টের জন্য বিশেষ ভাবে অপেক্ষা করা হইবে এবং আগত রিপোর্টসমূহ হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌র (আই) সমীপে পেশ করা হইবে।

## হিস্যা জায়েদাদ বা সম্পত্তির অংশ-দান

৩। যে সকল মুছীর সম্পত্তির অংশ তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের ত্যাজ্য বিত্ত হই'ত দেয় তাঁহারা আপন সম্পত্তির ওছিয়তকৃত অংশ যথা-শক্তি জীবমান থাকা কালেই আদায় করিয়া দিন। সম্পত্তি যদি স্থাবর হইয়া থাকে তবে তাহার মূল্য পাঠাইয়া দেওয়াই উত্তম হইবে। উপরোক্ত নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য করিলে কেবল যে সদর আঞ্জোমান আহ্‌মদীয়ায় অর্থ কষ্টেরই লাঘব হইবে তাহা নহে, বরং মুছী বন্ধুগণের অন্তর্ধানের পর তাঁহাদের গয়ের-আহ্‌মদী উত্তরাধীকারিগণের পক্ষ হইতে সময় সময় যে সকল অসুবিধা বা বিঘ্ন উপস্থিত হয় তাহাও তিরোহিত হইবে।

৪। জমাতের যে সকল বন্ধু ওছিয়ত করিবার যোগ্যতা রাখেন তাহাদিগকে ওছিয়ত করিবার জন্য উৎসাহিত করা হউক।

## যুবকদিগকে চাঁদা প্রদানের প্রেরণা-দান

৫। জমাতের শিক্ষার্থী ও বালকবালিকাদিগকেও কিছু না কিছু চাঁদা দিবার জন্য উৎসাহিত করা হউক। তাহারা আপন জেব-খরচ হইতে বাচাইয়া বা আপন প্রয়োজনাদি লাঘব করিয়া চাঁদা দিতে পারে। এরূপ চাঁদা দেওয়ার ফলে বালক বালিকাদের যেমন অল্প বয়সে নমাজের অভ্যাস করান হয় তেমনি আল্লাহ্‌র পথে খরচ করিবার অভ্যাসও গড়িয়া উঠিবে এবং প্রৌঢ় বয়সে তাহা কাজে লাগিবে।

## রিজার্ভ ফণ্ড

৬। রিজার্ভ ফাণ্ডের টাকা সংগ্রহে অধিক মনোযোগ প্রদান করা উচিত। এ বিষয়েও বন্ধুগণ ও জমাতসমূহ স্বয়ং অনুমান করিয়া সংবাদ দিন যে চলিত সনে তাহারা কি পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। ভবিষ্যতে প্রত্যেক বৎসর জমাত হইতে বজেটের আকারে রিজার্ভ ফাণ্ডের টাকাও নির্দ্ধারিত হইয়া আসা উচিত; এবং জমাতসমূহকে সেই টাকা সম্পূর্ণ আদায় করিয়া দিতে হইবে।

এই রিজার্ভফাণ্ডের জন্য এই নীতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, ইহার টাকা কেবল গয়ের-আহ্‌মদী ও গয়ের-মোসলেম হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। এই ফণ্ডের টাকা সর্ব্বসাধারণের হিতকর কার্য্যেই খরচ করা হইবে। যথা,—কোন ভূমিকম্প বা অন্য কোন দৈবদুর্ব্বিপাক ঘটিলে বিপদগ্রস্ত বা তাহাদের অধীনস্থ প্রতিপাল্যগণের আশু সাহায্য করিবার আবশ্যক হয়। জগতের প্রচলিত ধারা এই যে, এইরূপ দৈবদুর্ব্বিপাক ঘটিবার পর দুঃস্থ লোকদের সাহায্যার্থ চাঁদার আবেদন করা হয়, এবং টাকা সংগ্রহ হইতে এবং তাহা দুঃস্থ লোকদিগকে পৌছাইতে

এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া যায়। আমাদের নিকট যদি রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা জমা থাকে তবে এরূপ প্রয়োজনের সময় আমরা তাহা অবিলম্বে কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারিব।

মজলিসে মুশাবেরাতের বক্তৃতায় হজরত আমীরুল মোমেনীন কোয়েটা জমাতের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন এবং উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দকে জানাইয়াছেন যে, কোয়েটার বন্ধুগণ জমাত হিসাবে রিজার্ভ ফাণ্ড সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবং ফলে যে কেবল তাঁহারা টাকা সংগ্রহ ব্যাপারেই সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা নহে, বরং এই সেবা কার্য্যের ফলে তাহাদের জন্য তবলীগের পথ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যাহারা আহ্‌মদী মোবাল্লেগদের কথা শুনিতে চাহিত না, এখন যখন তাহাদের নিকট, চাঁদা চওয়া হয়, তখন তাহারা এই চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে এবং ক্রমে ক্রমে আহমদীয়ত সম্পর্কে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়, এবং এইরূপে তাহাদের কর্ণে 'কল্‌মায়ে হক' (সত্যের বাণী) প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হয়। সুতরাং বন্ধুগনের পূর্ণ উদ্যমের সহিত রিজার্ভ ফাণ্ড সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

## হজরত আমীরুল মোমেনীনের আদেশাবলী

এখন আমি হজরত হজরত আমীরুল মোমেনীনের (আইঃ) বক্তৃতা হইতে—যাহা তিনি মজ্‌লিসে মুসাবেরাতের সদস্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের সমীপে পেশ করিতেছি, যেন বন্ধুগণ এই তাহারিকের গুরুত্ব পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন, এবং হুজুরের মুখ নিসৃত 'মোবারক' (আশীষ-যুক্ত) বাণী তাঁহাদের নিকট পৌঁছিয়া যায়।

## হজরত আমীরুল মোমেনীন বলেন ঃ—

"এই পদ্ধতি (অর্থাৎ আমনতের প্রস্তাব) অনুযায়ী কার্য্য করিলে দুই এক লক্ষ কেন, আমার মনে হয় দশ, পনর বা বিশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইতে পারে। এবং যাহারা টাকা জমা রাখিবেন তাহাদেরও কোন কষ্ট হইবে না। তাহারা যখন ইচ্ছা আপন টাকা চাহিয়া লইয়া যাইবেন। অপর পক্ষে আঞ্জুমনের কর্ম্মীদের শ্বাস গ্রহণের সুযোগ ঘটিবে। মোট কথা, যদি বন্ধুগণ অনাস্থা ও অন্যায় লজ্জা পরিহার করেন তবে অতি সহজে এই টাকা সংগৃহীত হইতে পারে।

"'বে-এতেবারী' বা অনাস্থার ত কোন কারণই নাই। আমানতকারীদের পক্ষ হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন শেকায়ত বা আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই। এবং তেজারতের টাকার বিষয় ব্যতীত কোন লজ্জারও কারণ নাই। কাহারো নিকট যদি দশ, বিশ, শ' দু'শ, বা' হাজার টাকা জমা থাকে তবে তাহা গচ্ছিত রাখা কোন দোষের কথা নয়। এই টাকা এমন পদ্ধতিতে রাখা হইবে যে, তলব করার (ফেরত চাহিবার) পর টাকা প্রত্যর্পণ করিতে কখোনো বিলম্ব হইবে না। বন্ধুগণ যদি এই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য করেন তবে তাহাদের কোনই ক্ষতি হইবে না অথচ আঞ্জোমনের হিত-সাধন হইবে। যে কার্য্য করিতে কোন খরচ হয় না তাহাও যদি করিতে (জমাত) প্রস্তুত না হয় তবে তাহাদের বড় বড় দাবীর মূল্য কি?"

"দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, **'এক লক্ষ টাকা কর্জ্জ প্রদানের জন্য** আহ্বান করা হউক। আমি এই প্রস্তাব মঞ্জুর করিলাম। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ-স্বরূপ টাকা দিতে পারেন, দিন; কিন্তু যদি বন্ধুগণ আমানত রূপে টাকা জমা রাখিতে আরম্ভ করেন তবে ঋণের কোন আবশ্যকই থাকিবে না। আমানতের টাকা যখন ইচ্ছা উঠাইয়া নিতে পারিবেন, তাহাতে কোন অসুবিধা হইবে না। অতএব আমি এই তাহ্‌রিক করিতেছি এবং সদস্যগণ হইতে স্বীকৃতি লইতেছি যে তাঁহারা নিজ নিজ স্থানে যাইয়া তাহরিক করুন যে, যাহার নিকট টাকা জমা আছে তিনি তাহা সদর আঞ্জোমনের ধনাগারে জমা রাখুন। জমাতে এক মাসের মধ্যে যাইয়া এইরূপ তাহরিক করা এবং তাহাদের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে সংবাদ জ্ঞাপন করা সদস্যগণের 'খাছ ফরজ' (বিশেষ কর্ত্তব্য)। এই তাহরিকের দ্বিতীয় অংশ—কর্জ্জদানের তাহারিক; ইহাও আমি মঞ্জুর করিতেছি।"

**বিশেষ দ্রষ্টব্য**—বর্ত্তমানে আপাতত পাঁচ টাকার কমও দাখিল করিয়া আমানতের হিসাব খোলা যাইতে পারে। প্রত্যেক বৎসর জুন মাসে প্রত্যেক আমানতকারীকে তাহার হিসাবের বিষয় জ্ঞাত করা হইবে।

## এক লক্ষ টাকা কর্জ্জদানের তাহরিক

উপরোক্ত পদ্ধতিতে টাকা আমানত রাখা ছাড়া জমাতের নিষ্ঠাবান বন্ধুগণের প্রতি অনুরোধ যে, **তাঁহারা আঞ্জোমনকে কিছু টাকা কর্জ্জায়ে হাসানা স্বরূপ ধার দিয়া এক লক্ষ**

**টাকা সংগ্রহ করিয়া দিন। এই ঋণ পাঁচ বৎসরের মধ্যে ফেরত দেওয়া হইবে,** ইনশাআল্লাহ। কিন্তু যে সকল বন্ধু এত দীর্ঘ কালের জন্য কর্জ্জ দিতে অক্ষম তাহারা অল্প কালের জন্যই ধার দিন এবং সময় তাহারা নিজেরাই নির্দ্ধারিত করুন; কিন্তু তাহা যেন এক বৎসরে কম না হয়। ইহাতে সেলসেলারও উপকার হইবে; অধিকন্তু তাহাদের এই টাকা জাকাতের দায় হইতেও মুক্ত হইবে। এইরূপে এই বন্ধুগণ সোয়াব (পুণ্য) ও অর্জ্জন করিবেন এবং শত করা আড়াই টাকা মুনাফাও পাইবেন, অর্থাৎ তাহাদের টাকার উপর জাকাৎ ওয়াজেব (দেয়) হইবে না (এই তাহরিকে এক শত টাকার কম কোন টাকা দেওয়া যাইবে না)।

অতএব বন্ধুগণের উচিত যে এই স্কীমের অধীনে যে যত টাকা কর্জ্জ দান করিতে পারেন তাহা উপরোক্ত তারিখের মধ্যে জ্ঞাপিত করেন এবং কর্জ্জের টাকা প্রেরণকালে, পঞ্চ বর্ষীয় স্কীমের অন্তর্ভুক্তই হইতে ইচ্ছা করেন, না কোন অল্প কালের জন্য ধার দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা ব্যক্ত করিয়া জানান। এতদ্বিষয়ে নাজির বয়তুলমালকে জানান উচিত। যে টাকা কোন নির্দ্ধারিত কালের জন্য—যথা এক বৎসর, দুই বৎসর বা তিন বৎসরের জন্য ধার দেওয়া হয় তাহা ব্যতীত অন্য টাকা ক্রমে ক্রমে এবং সম্ভব হইলে মাস মাস লটারি দ্বারা প্রত্যর্পণ করা হইবে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে পাঁচ বৎসরান্তে সমুদয় টাকাই ফেরত দেওয়া হইবে।

আশা করা যায় যে বহু বন্ধু এরূপও করিবেন যে, তাঁহারা সদর আঞ্জোমনে টাকা আমানতও রাখিবেন এবং কতক টাকা কর্জ্জরূপেও দাখিল করিবেন।

## সম্পত্তি রেহান রাখিয়া টাকা লগ্নি করিবার সুযোগ

উপরোক্ত পন্থাগুলি শুধু সোয়াব (পুণ্য) অর্জ্জন করিবার উপায়। এতদ্ব্যতীত যে সকল বন্ধু মুনাফার জন্য টাকা লগ্নি করিতে চাহেন তাহাদের জন্যও দুইটি পন্থা আছে। এই পন্থা দুইটিও এই তাহরিকের অন্তর্গত। ইহাদের উপর আমল করিলেও ইনশাআল্লাহ 'দীনী' ফায়দা হইবে। এক উপায় এই যে—বন্ধুগণ সদর আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার কোন সম্পত্তি রেহান রাখিতে পারেন। এরূপ করিলে কেড়ায়া ইত্যাদি বাবৎ সম্পত্তির আয় তাহারা লাভ করিতে থাকিবেন। এইরূপ লগ্নির টাকা এক হাজার বা ততোধিত হওয়া উচিত)।

"প্রশ্ন এই যে, কি উপায়ে বর্ত্তমান সঙ্কট দূরীভূত হইতে পারে। যদি জমাতের 'মুখলেস্' (নিষ্ঠাবান) বন্ধুগণ এই তাহরিকের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহাকে কার্য্যে পরিণত করেন তবেই সঙ্কট আমরা দূরীভূত করিতে পারি। যদি জমাতের এক-চতুর্থাংশও এই তাহরিক অনুযায়ী কার্য্য করেন তবেও ইহা সুনিশ্চিত যে জমাতের বোঝা দূর হইবে।"

"সুতরাং ইহা (অর্থাৎ আপন সঞ্চিত টাকা ধনাগারে জমা রাখা) অতি মামুলী এবং সামান্য কথা। **যদি এই বিষয়ে টাকা সংগৃহীত না হয় তবে আমি এই কথা স্বীকার করিব না যে, বন্ধুগণের নিকট টাকা নাই, বরং এই মনে করিব যে, এদিকে মনোযোগ দেওয়া হয় নাই।"**

এই তাহরিক বন্ধুগণের সমীপে পেশ করার কালে আমি পুনরায় আল্লাহ্‌তালার নিকট দোয়া করিতেছি যেন তিনি তাঁহার নিজ অনুগ্রহে বন্ধুগণের হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দিন, যেন তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে এই তাহরিকের সর্ব্ব বিষয়ে 'লাব্বায়েক' বলিতে (সাড়া দিতে) পারেন, এবং ক্ষীপ্র গতিতে কার্য্য করিয়া এত শীঘ্র ইহাতে সাড়া দিতে অগ্রসর হন যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সদর আজামনের ধনাগার তাহাদের প্রদত্ত আমানত, কর্জ্জ ও চাঁদার টাকায় এরূপ পূর্ণ হইয়া যায় যে সংগৃহীত টাকা এই মহান সেল্‌সেলার যাবতীয় প্রয়োজনাদি নির্ব্বাহার্থে যথেষ্ট হয়।

## যে যে বিষয়ে উত্তর দিতে হইবে

এই তাহরিকে যে যে বিষয়ে উত্তর চাওয়া হইয়াছে তাহা বন্ধুগণের জওয়াব দেওয়ার সুবিধার জন্য নিম্নে একত্রীতভাবে উল্লেখ করিতেছি—

(ক) কোন্ কোন্ বন্ধু, কত টাকা সদর আঞ্জোমান আহ্‌মদীয়ার ধনাগারে আমানতরূপে জমা রাখিতে পারেন এবং ভবিষ্যতের জন্য কি প্রতিশ্রুতি করিতেছেন?

(খ) কোন্ কোন্ মুখলেস (নিষ্ঠাবান) বন্ধু কত কালের জন্য এক লক্ষ টাকা কর্জ্জের তাহ্‌রিকে যোগদান করিতে প্রস্তুত এবং কত টাকা বর্ত্তমানে অবিলম্বে, কিম্বা ভবিষ্যতে প্রদান করিতে পারিবেন?

(গ) কি পরিমাণ টাকা বন্ধুগণ সম্পত্তি রেহানাবদ্ধ রাখিয়া দিতে পারিবেন?

(ঘ) কি পরিমাণ টাকা সিন্ধুদেশের ভূমির তেজারতে দিতে পারেন ?

(ঙ) মুছী বন্ধুগণ আপন আপন ওছিয়ত, এবং অন্যান্য বন্ধুগণ সাধারণ চাঁদার হার বৃদ্ধি করুন।

(চ) ওছিয়তের অংশ নিজ জীবনে এবং শীঘ্র আদায় করিয়া দিন।

(ছ) জমাতের ছাত্র ও বালক বালিকাদিগকে চাঁদা দিতে উৎসাহ প্রদান করুন।

(জ) রিজার্ভ ফাণ্ডে কত টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন ?

## চাঁদা ও প্রয়োজনীয় বিষয়

এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় প্রস্তাব যাহা হজরত আমীরুল মোমেনীন মজলিসে মুশাবেরাতের সময় বর্ণনা করিয়াছিলেন, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে দেওয়া গেল—

(১) যাহারা চাঁদা দেয় না তাহাদের সহিত ভবিষ্যতে নম্রতা করা না হয়, বরং উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য রিপোর্ট করা হউক এবং যাহাদের নিকট হইতে ক্রমাগত তিন বৎসর চাঁদা আদায় হয় নাই হেড্‌কোয়ার্টারে সত্বর তাহাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা হউক।

(২) প্রত্যেক প্রকারের শাস্তির ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য 'মরকেজে' রিপোর্টের এক মাস পূর্ব্বে নালিশ-সংক্রান্ত ব্যক্তিকে আমীর বা প্রেসিডেন্ট বকায়দা নোটিশ দিবেন যে যদি সে নিজকে সংশোধন না করে তবে তাহার বিরুদ্ধে হেড্‌ কোয়ারটারে রিপোর্ট করা হইবে। যদি এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে কোন উত্তর বা 'মাজুরাত' (আপত্তি) আসিয়া থাকে তবে তাহাও রিপোর্টের সঙ্গে সামেল করিয়া দেওয়া হউক।

(৩) যে ব্যক্তি বেশরাহ্‌ চাঁদা দেয় বা সম্পূর্ণ শরাহ্‌, অনুযায়ী চাঁদা দেয় না তাহাকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ শরাহ্‌তে আনিবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা হউক এবং প্রয়োজন মত তাহার প্রতিও যথোচিত ভীতি প্রদর্শন করা হউক।

(৪) চাঁদা পাঠাইবার সময় প্রত্যেক মাসে জমাত কর্ত্তৃক একটি রিপোর্ট প্রেরণ করা হউক যে আলোচ্য মাসে অমুক অমুক ব্যক্তির চাঁদা আদায় হয় নাই। আদায় না হওয়ার কারণ কি এবং গত দুই মাস এই বন্ধুগণের চাঁদা আদায়ের কি অবস্থা ছিল তাহাও রিপোর্ট করা হউক।

(৫) যদি কোন অনাদায়কারীর নাম রিপোর্ট করা না হয় তবে স্থানীয় কর্ম্মীগণ স্বয়ং এই সকল অনাদায়কারীর চাঁদার জন্য দায়ী হইবেন।

আল্লাহতালা আমাদের সকলের সহায় ও সাহায্যকারী হউন।

আমাদের শেষ প্রার্থনা এই যে সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তালার—

---

# কাদিয়ান ভ্রমণ

( মিসেস সালেহা খাতুন )

খোদা-প্রেরিত মহামানব বিশ্বপূজ্য হজরত মীরজা গোলাম আহম্‌দ ( দঃ ) যে পবিত্র ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া লুপ্তপ্রায় ইসলামকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন সেই ভূমি দর্শন করিবার বাসনা বাল্যকাল হইতেই হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতে ছিলাম। সেই পুণ্য ভূমি দর্শনে বিমল আনন্দ লাভ করিবার ইচ্ছায় গত বসন্তকালে চৈত্র মাসে কাদিয়ান যাত্রা করি। বগুড়া হইতে সন্ধ্যায় রওয়ানা হইয়া পরদিন প্রাতে শিয়ালদাহ্‌ ষ্টেশনে পৌছি। শিয়ালদাহ্‌ হইতে হাওড়া ষ্টেশনে যাই। তথা হইতে পাঞ্জাব 'একস্‌প্রেসে' কাদিয়ান রওয়ানা হই। ট্রেন বায়ুবেগে ছুটিতে লাগিল। আমিও নূতন উৎসাহে আনন্দিত চিত্তে চতুর্দ্দিকস্থ প্রকৃতির নব নব মনোহর সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম। পথে একটি ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। বর্দ্ধমান পার হইয়া দামোদরের বাঁধ দেখিয়া উহাকেই পর্ব্বত বলিয়া মনে করি। জীবনে কেবল বিস্তীর্ণ মাঠ দেখে অভ্যস্ত। সমভূমি হইতে সামান্য উঁচু দেখিলেই মনে হয় এই বুঝি পর্ব্বত। পরে আমাদের কামড়ায় একটী স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম ইহা পাহাড় নহে, বাঁধ। সে আমার ভ্রম ভেঙ্গে দিয়ে একটু হাসিল। পরে আসানসোলের আশে পাশে যেসব উঁচু স্থান দেখলাম তাহাই পাহাড়। দূর থেকে সেগুলো মেঘের মত নীল বর্ণ দেখা যায়। নিকটে গেলে দেখা যায় ঐ সমস্ত পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গাছ পালা। স্থানে স্থানে আবার বড় বড়

ফাটল, তাহার মাঝে দুই একটী বড় বৃক্ষ মাথা উঁচু করিয়া আছে। মনে হয় তাহারা অনাদিকাল হইতে চিরসুপ্ত পাহাড়কে সতর্ক নয়নে পাহাড়া দিতেছে। এই সমস্ত পাহাড়গুলি দেখিলে মনে হয় তাহারা অনন্তকাল হইতে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন আছে।

রেল লাইনের দুইপার্শ্বে বর্দ্ধমান হইতে লোকজনের বসতি অতি বিরল। বাঙ্গলার রেলের দুইপার্শ্বে যেরূপ লতাপাতা বাগ বাগিচা সুসজ্জিত শারি শারি গৃহাদি পরিদৃষ্ট হয় সেইরূপ পশ্চিমে গৃহাদির পরিবর্ত্তে কেবলি ঝাউগাছ লতাগুল্মাদি পরিপূর্ণ ধূ ধূ করা মাঠ, তারি বুক দিয়ে গুড় গুড় শব্দ করে আমাদের ট্রেণ অবিরত ছুটে চলেছে। বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে মাটির দেওয়ালে নির্ম্মিত ছোট ছোট ঘর দেখা যায়। তাহা হইতে একসঙ্গে কয়েকজন গ্রাম্য বধূ জটলা পাকাইয়া সান্ধ্য সমীরণে হেলিয়া দুলিয়া ইন্দারায় জল আনিতে চলিয়াছে।

এমন করে নানা প্রদেশের উপর দিয়ে পশ্চিমের বহু প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে দুই দিন পরে প্রাতে অমৃত সহরে পৌঁছিলাম। সহরের বাহ্যিক দৃশ্য দেখে আমার মনে হয় সহরটীর নামের সার্থকতা রয়েছে। যতটুকু দেখলাম তাতেই বড় মনোরম বলে মনে হল; তাই নেমে দেখতে ইচ্ছা হল; কিন্তু নামার অসুবিধায় তা আর হয়ে উঠল না। অমৃত সহরে গাড়ী পরিবর্ত্তন করে কাদিয়ানে যাইতে হয়। কাদিয়ানে পৌঁছিতে আমাদের বারটা বাজিল। ষ্টেশন হইতে পবিত্র কাদিয়ানের মিনারোতুল মসিহর উচ্চ টাওয়ার সগৌরবে কাদীয়ানের পবিত্রতা ও পুণ্য কাহিনী ঘোষণা করিতে দেখা যাইতে লাগিল। পরে যখন টাঙ্গায় করিয়া সহরে পৌঁছিলাম তখন আমার চির-আকাঙ্খিত কাদিয়ান দেখিয়া নয়ন সার্থক হইল, হৃদয় জুড়াইল।

বৈশাখের প্রারম্ভে পাঞ্জাবে বেশ একটু আরাম প্রদ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অনুভূত হয়। দিনেও রোদ বেশী প্রখর নহে। জলবায়ু বড় স্নিগ্ধ বলে মনে হতে লাগল। এখানে দিনের বেলায়ও বেড়ান স্ত্রীলোকের পক্ষে সুবিধাজনক। কারণ মেয়েরা ১২।১৪ বৎসর হইতে বোরখা পড়া আরম্ভ করে। সহরের অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় স্ত্রীলোকেরাও বাঙ্গালীর ন্যায় কি দূরে কি নিকটে যাতায়াতের জন্য যান বাহনাদির প্রয়োজন মনে করেন না, বা এ বিষয়ে কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করেন না। তাহারা যেন মুক্ত পাখী। দৈনন্দিন কাজ কর্ম্মের পরে আছরের নামাজ পড়িয়া দলে দলে স্ত্রীলোক দিবা অবসানে ভ্রমণে বাহির হয়। এই সময় তাহারা কাহারও বাড়ীতে যায় না; সাধারণতঃ উন্মুক্ত মাঠে অথবা 'বেহেস্তী মকবেরায়' যাইয়া দোওয়া করিবার পর ইতঃস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। বোরখা দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া বীরোচিত ভাবে আত্মমর্য্যাদার সহিত জনতা ভেদ করিয়াও তাহারা পথশ্রমে ক্লান্তি বোধ করেন না। এই জন্যই বোধ হয় বাঙ্গালার মেয়েদের চেয়ে পাঞ্জাবী মেয়েদের স্বাস্থ্য অনেক উন্নত। শুধু তাহাই নহে, শৌর্য্যে বীর্য্যে ও কর্ত্তব্য পরায়ণতায় আদর্শ স্থানীয়া। তাহারা বহির্জগতের দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনের সঙ্গে নিজেদের জীবনের এক বিশিষ্ট সৌসাদৃশ্য রেখে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হইতেছেন। তাহারা সদাই আত্ম বিশ্বাস ও আত্মশক্তিতে অনুপ্রাণীতা। কাদিয়ানের প্রত্যেক নারী আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়া জ্ঞানানুশীলন করিয়া থাকে। পুস্তকাদি পাঠে তাহারা কখনও অবহেলা করে বলিয়া আমার বলে হয় না। যেখানেই ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ অথবা ধর্ম্মালোচনা হয় সেইখানেই তাহারা আগ্রহ সহকারে উপস্থিত হয় এবং মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করে। স্কুলের মেয়েরা কেহ কেহ এক ক্রোশেরও উর্দ্ধ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া জ্ঞান লাভের জন্য স্কুলে গিয়া থাকে।

কাদিয়ানের মেয়েদের এই জ্ঞান-সাধনা দেখে অবাক হতে হয়। এখানে প্রত্যেকটি বালিকা শিক্ষিতা, সুরুচি সম্পন্না ও ধর্ম্ম-পিপাসু। যখন বাংলার মোসলেম নারিগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিষাদময় জীবন যাপন করিতেছে তখন কাদীয়ানের প্রত্যেকটি নারীই হাদীস কোরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রালোচনায় এক নব আলোক লাভ করত এক নব জীবন ও নব পুলক অনুভব করিতেছে। তাহারা আজ ইসলামের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়া জগতের নিকট ইসলামের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য উদগ্রীব। আদর্শ জননীর ন্যায় তাহারা নিজ সন্তান সন্ততির সম্মুখে এক উচ্চ আদর্শ রাখিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের গতি সুপরিচালিত করিতেছেন। কাদীয়ানের নরনারীর অসাধারণ জ্ঞানলালসা ও জ্ঞানানুশীলন, ধর্ম্মালোচনা ও সময়ের সদ্ব্যবহার দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হতে হয়। তাহারা আজ যে ভাবে ধর্ম্ম সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে তাহা বংলার মুসলিম নরনারীর আনর্শ স্থানীয়। ধর্ম্মবিহীন শিক্ষা যে প্রকৃত শিক্ষা নহে তাহা কাদিয়ানের সবাই বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছে। তাই স্কুল কলেজ সর্ব্বত্র ধর্ম্মশিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

বাঙ্গালা দেশে দুই একজন মুসলিম মহিলা নারীজাগরনের জন্য

অগ্রনী হইলেও ব্যাপকভাবে মুসলীম নারীজাগরণের সাড়া আনয়ণ করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ এই যে বর্ত্তমান মুসলিম মহিলাগণের প্রায় সবাই ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী ও ইসলামিক সভ্যতা ও ভাবধারানুযায়ী আত্মজীবন গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। তাই তাহারা আদর্শরূপে সবার নিকট বরণীয়া নহেন। বাঙ্গালার আহমদী মহিলাগণ মুষ্টিমেয় হইলেও যদি তাহারা সমবেত চেষ্টা ও একপ্রানতায় কার্য্য আরম্ভ করেন তবে ইনশাআল্লা অচিরেই বাঙ্গালায় অভিনব ভাবে ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মের যোগ সাধন করিয়া বাঙ্গালার নারী জাগরণে ব্যাপকভাবে ও পূর্ণরূপে সাফল্যলাভ করিতে পারেন।

কাদিয়ানে মেথর মুচি ও পথের ভিখারী হইতে আরম্ভ করিয়া মহাজনগণ পর্য্যন্ত সকলে জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যকার্য্য গুলি স্বহস্তে করিতে কখনও সম্মানের হানি মনে করেন না। তাহারা একযোগে আনন্দের সহিত সৎকার্য্যে অগ্রসর হয়। তাহারা সপ্তাহের মধ্যে দুইদিন অথবা একদিন সময় করিয়া নেয়। সেইসময়ে তাহারা রাস্তায় মাটী কাটে অথবা অন্য কাজ করে। আবার সবাই নামাজের সময় একত্রে একই এমামের পশ্চাতে একই আল্লার দরগায় কৃতজ্ঞতার সহিত নিজ নিজ প্রার্থনা জানাইতে, ও আল্লার গুণগান করিতে দাড়ায়, তখন মনে হয় এমন সাম্যের, এমন সার্ব্বভৌমিক একত্ববাদের ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ছবি কাদিয়ানের ন্যায় পবিত্রস্থান ব্যতীত আর কোথাও সম্ভব নহে। তাহারা ধর্ম্মের নামে সকলেই এক। তাহাদের মধ্যে যদি কোন প্রকার মনোমালিন্য হয় তবে আহ্‌মদী ভ্রাতৃত্বের নামে সব দূর হইয়া যায়।

আজ বিশ্বমুসলিম—আমাদের বিশ্বরেণ্য প্রাতঃস্মরণীয় বিশ্বনবি হজরত মোহম্মদের (দঃ) আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ দূরে থাকুক তাঁহার সাংসারিক জীবনেরও উচ্চ আদর্শ ভুলিয়া অলসভাবে কুচিন্তায় সময় নষ্ট করিয়া এবং অন্নসমস্যার চিন্তায় দিসাহারা হইয়া অন্নসংস্থানের জন্য অতি গর্হিত উপায় অবলম্বন করত মহামূল্য মানবজীবন কলুষিত করিয়া খোদার সৃষ্টিকেও কলুষিত করিতেছে। কিন্তু ইসলামের মহান আদর্শে স্বহস্তে পরিশ্রম করিয়া সদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া গৌরব ও শান্তি লাভ করা কাদিয়ানের প্রত্যেক আহ্‌মদী নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের অলঙ্কার। তাহারা পরের উপর নির্ভর করাকে অত্যন্ত ঘৃণার কাজ মনে করেন। আত্মীয় স্বজন ধনী হইলেও তাহার দ্বারে হাত না পাতিয়া নিজে যাহা উপার্জ্জন করিতে পারেন তাহা দ্বারাই গরীব ভাবে ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া নিজকে মহাসুখী মনে করেন। পৃথিবীর অধিকসংখ্যক মহামূল্য রত্ন এই স্থানে থাকেন। তাহাদের মধ্যে অনেক এত গরীব যে, দিন যাপন করিবার সংস্থান পর্য্যন্ত নাই, কিন্তু খোদা তাঁহাদের হৃদয়ে অসীম বল দিয়াছেন। তাঁহারা খোদার বলে বলীয়ান। তাই তাঁহারা সংসারে কঠিনতম সংগ্রামকেও ভয় করেন না। তাঁহারা সদানন্দ। নারীকুলতিলক বিশ্বের আদর্শ স্থানিয়া স্বামীপরায়না সতীসাধ্বী বিবি হাজেরা নির্জ্জন মরুভূমি মধ্যে স্বামী এব্রাহিম কর্ত্তৃক খোদার আদেশে পরিত্যাক্তা হইলেও যেরূপ তিনি নিরাশ ও ভীতা না হইয়া আল্লার উপর আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন ও আল্লার দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিলেন কদিয়ানেও সেইরূপ দেখা যায়। প্রত্যেক অসহায় নরনারী গ্রাসাচ্ছদনের জন্য মেহেরবান আল্লার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া স্বাধীন অথচ সরল জীবন যাপন করেন ও ধর্ম্মালোচনায় আত্ম উৎসর্গ করিয়াছেন।

কদিয়ান বাসীদের পোষাক পরিচ্ছদ অতি সুন্দর। সাধারণতঃ পুরুষ সকল সময় পাগড়ী ব্যবহার করে। পরিধানে পায়জামা ও গায়ে অন্য দেশের লোকর মতই কোট আচকান ও সার্ট ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকগণও পরিধানে পায়জামা, গায়ে একটি সাধারণ জামা এবং তাহার উপর রঙ্গীন পাতলা চাদর ব্যবহার করে। বাহির হইবার সময় বোরখা পরে। ইহাদের প্রধান খাদ্য রুটী ও মাংস। এখানকার প্রায় অধিবাসীই আহমদী।

তাহারা মেথরের কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া সওদাগিরি ও অন্যান্য ব্যবসা করিয়া জীবীকা নির্ব্বাহ করে। সহরে রেলগাড়ী যাওয়ায় ব্যবসায় বাণিজ্যের বেশ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে। সহরটী ক্ষুদ্র হইলেও সকল প্রকার পন্যদ্রব্যই এখানে পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক আলো ও পাখারও সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। রাস্তা ঘাট সব পরিস্কার হইতেছে। যেসব স্থান পূর্ব্বে পতিত ছিল এখন সেসব স্থানে বড় বড় দালান উঠিতেছে, সহরটি চারিদিকে বিস্তার লাভ করিতেছে। কদিয়ান বাসিগণ অতিথিসেবায় আরব জাতি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। অতিথির সেবার জন্য ইহারা সর্ব্বদাই ব্যস্ত। বিদেশীঅভাগত লোক কে আপনার করিয়া লওয়া ইহাদের চরিত্রের একটী অলঙ্কার। এখানে একটী অতিথিশালা আছে। তাহা হইতেই সব অতিথিদের আহার ও বাসস্থানের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। যে কোনও অতিথি সেস্থানে আগমন করিলে অতি যত্নের সহিত তাহাদের সকল সুবিধা ও অসুবিধা সম্বন্ধে বিশেষরূপে সন্ধান লওয়া হয়। ধর্ম্মের প্রত্যেকটী

কথা পালন করিবার জন্য এখানকার লোক যেমন সদা ব্যস্ত তেমন পৃথিবীর আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। কাদীয়ানের নরনারীর বিভিন্নমুখী শক্তি আজ ধর্ম্ম সেবার কেন্দ্রীভূত। পাঞ্জাব যেরূপ পাঁচ নদীর সমবায়ে সুজলা ও সুফলা দেশে পরিণত হইয়াছে সেইরূপ তারাও জীবনে ধর্ম্মে, কর্ম্মে, জ্ঞান বিজ্ঞানে, শক্তি ও সামর্থ্যে ও রাজভক্তিতে অত্মশক্তির সাধকরূপে সারা বিশ্বে গৌরবান্বিত হতে চলেছে। আজ আমরাও বাঙ্গলাদেশে যে দুই চারিজন মুষ্টিমেয় আহমদী নরনারী বিদ্যমান আছি আমরাও যদি ধর্ম্ম ও জ্ঞান লাভে বদ্ধপরিকর হইয়া আল্লার বাণী প্রচার করিবার জন্য এবং আহ্‌মদী সম্প্রদায়ের প্রসার ও শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করি তবেই আমাদের জীবন সার্থক হবে। তবেই দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখান হইবে এবং আমাদের সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

দেশের উন্নতি ধর্ম্মের উন্নতির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অতএব আমরা যদি মহিমাময় আল্লার ধর্ম্মের বিস্তার ও উন্নতি সাধনে আমাদের জীবন উৎসর্গ করিতে পারি তবেই আমাদের জীবন ধন্য হইবে। সার্থক ও গৌরবময় খোদা আমাদিগকে শক্তি দিন যেন আমরা কাদীয়ানবাসীদের মতই আমাদের জীবনকে উন্নত করিয়া আমাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিতে পারি। আমিন।

---

# হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) অমৃত বাণী *

## আমল বা ব্যবহারিক জীবনে আদর্শ হও

মানুষের দুই প্রকার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে—একটি আল্লাহ্‌র প্রতি অপরটি মানুষের প্রতি। প্রথমোক্ত বিষয়ে তখনই অনিষ্ট জন্মে, যখন জ্ঞাতসারে মৌখিক বাক্য বা কার্য্য কলাপ দ্বারা আল্লাহ্‌র কোন আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়; কিন্তু শেষোক্ত বিষয়ে বহু সতর্কতা আবশ্যক। কোন কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোনাহ্ আছে, যাহা সকল সময় মানুষ ধরিতেও পারে না। আমাদের জমাতকে এমন আদর্শ প্রদর্শন করিতে হইবে যেন শত্রুগণও আমাদের জমাত সম্বন্ধে বলিতে বাধ্য হয়, 'তাহারা আমাদের বিরোধী সত্য, কিন্তু আমাদের চেয়ে ভাল'। তোমাদের আমলের উৎকর্ষতা এরূপ প্রকৃষ্ট হওয়া চাই, যেন শত্রুগণও তোমাদের পবিত্রতা, ঈশ্বরভীতি এবং ধর্ম্মশীলতা স্বীকার করে। ইহাও স্মরণ রাখিবে যে খোদাতা'লার দৃষ্টি অন্তরের অন্তস্থলে পৌঁছে। তিনি মৌখিক কথায় সন্তুষ্ট হন না। মৌখিক 'কলেমা' পাঠে, কিম্বা 'এস্তেগ্‌ফার' করায় মানুষের কি লাভ হইতে পারে, যে পর্য্যন্ত সে মনে প্রাণে 'কলেমা' কিম্বা 'এস্তেগ্‌ফার' উচ্চারণ না করে? কোন কোন ব্যক্তি মুখে "আস্তাগ্‌ফেরুল্লাহ্" বলিতে থাকে, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য কি, তৎসম্বন্ধে কিছুই জানে না। 'এস্তেগফার' পড়িবার অর্থ পূর্ব্ব গোনাহ্ মোচনের জন্য আন্তরিক ক্ষমা ভিক্ষা করা, ভবিষ্যতে গোনাহ্ হইতে বিরত থাকিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার 'ফজল', (অনুগ্রহ ও সাহায্য) প্রার্থনা করা। যদি এই মূল বিষয়ের প্রতিলক্ষ্য রাখিয়া 'এস্তেগফার' না করা হয়, তবে 'এস্তেগফার' দ্বারা ফললাভ হয় না।

(আলহাকাম, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭)

## পাশ্চাত্যানুকরণ করিও না

আমার এমন যোদ্ধ্‌পুরুষগণের আবশ্যক, যাহারা এই বিপ্লবপূর্ণ যুগে সৎপথে কায়েম থাকিয়া ধর্ম্মের সাহায্য করেন এবং যে গৌরব ইস্‌লাম দীর্ঘকাল যাবৎ হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা পুণঃস্থাপনের জন্য সর্ব্বযত্ন ও পূর্ণোদ্যম সহ আত্ম-নিয়োগ করেন। এই সঙ্কীর্ণ জীবন লয় পাইবেই। তাহারাও থাকিবে না, যাহারা মোসলমান নামে পরিচিত জাতির ইয়ুরোপীয়গণের সমতুল্য হওয়া, তাহাদের রীতিনীতির অনুকরণ এবং তাহাদের গুন ও ঐশ্বর্য্য লাভ করাকেই ইসলামের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য মনে করিয়াছে; এবং তাঁহারাও থাকিবেন না, যাহারা ইসলামের আধ্যাত্মিকতা সংস্থাপনের জন্য দিবারাত্রি আল্লাহ্‌তা'লার সমীপে ক্রন্দন করেন। আমি জানি শেষোক্ত ব্যক্তিগণ অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, যদি পূর্ব্ব হইতেই

* মৌলবী আবু হামীদ মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব বর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনুদিত—সঃ আঃ

ইসলামে ইয়ুরোপীয়গণের অনুকরণ-প্রিয় এরূপ বংশধরের উৎপত্তি হইত তবে কবেই ইসলাম বিলোপ হইয়া যাইত। সীমার মধ্যে থাকিয়া পার্থিব যোগ্যতা অর্জ্জনে আমি কখনও বাধা দেই না; কিন্তু আমি দোয়া করি, মোসলমানগণের জন্য কখনও সেইরূপ দিন না আসে, যখন তাহাদের স্ত্রী পুরুষগণের জীবন সেই ইয়ুরোপীয় জীবনের ন্যায় হইয়া পড়ে যাহার আদর্শ লণ্ডন প্যারীসে পরিলক্ষিত হয়। এযুগ ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত বলিয়া অধিকাংশ লোকের দৃষ্টি হইতে ইসলামের সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইয়ুরোপের পদানুসরণ করিতে চায়, এমন কি কোরাণ শরীফের يغضوا من ابصارهم (মোমেনগণকে তাহাদের চক্ষু অবনত করিতে বল) এই আদেশকেও বিদায় প্রদান করিয়া পুত পবিত্রা ভার্য্যাগণকে ইয়ুরোপীয় সেই রমণীদের ন্যায় গড়িতে চায়, যাহাদিগকে আমরা বাজারের স্ত্রীলোক বলিতে পারি।

(আল্‌-হাকাম, ৩১ অক্টোবর, ১৯১০)

## পাপ কাপড়ের ময়লা স্বরূপ পরিষ্কৃত হইতে পারে

সাধারণ লোকের অভ্যাস এই যে তাহারা শুধু দুনিয়ার জন্য দোয়া করে। তাহারা দুনিয়ার কীট। প্রকৃত দোয়া ধর্ম্মমূলক এবং প্রকৃত ধর্ম্ম দোয়া। এরূপ মনে করিবে না যে তোমরা পাপী, তোমাদের দোয়া কিরূপে কবুল হইতে পারে? মানুষ অন্যায় করে, কিন্তু দোয়া দ্বারা পরিশেষে নাফ্‌সের (কুপ্রবৃত্তির) উপর জয়লাভ করে এবং ইহাকে দলিত করে। কারণ খোদাতা'লা মানুষের মধ্যে এই শক্তিও স্বভাবতঃ সংরক্ষণ করিয়াছেন যে, সে প্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারে। দেখ, জলের মধ্যে এই স্বভাবিক গুণ রাখা হইয়াছে যে, ইহা অগ্নি নির্ব্বাপিত করে। জলকে যতই গরম কর না কেন, এমন কি অগ্নির ন্যায় গরম করিলেও অগ্নির উপর পতিত হইলে ইহা নিশ্চয়ই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবে। জল যেরূপ শীতল, মানব প্রকৃতিও তেমনি পবিত্র। প্রত্যেকের মধ্যেই খোদাতা'লা পবিত্রতার বীজ অন্তর্নিহিত রাখিয়াছেন। পাপ-পঙ্কে নিপতিত হইয়াছ বলিয়া নিরাশ হইও না। গোনাহ্‌ কাপড়ের ময়লা স্বরূপ; ইহা বিদূরিত হইতে পারে। তোমাদের প্রকৃতি যতই প্রবৃত্তির দাস হইক না কেন, **খোদাতা'লার নিকট রোদন করিতে থাক, তিনি নষ্ট করিবেন না।** তিনি 'হালীম' (পাপের শাস্তি দানে ধীর), 'গফুর' (পাপ মোচন করেন) ও 'রহিম' (পুণ্য কার্য্যের অপর্য্যাপ্ত পুরস্কার দেন ও দোয়া কবুল করেন)।

(বাৎসরিক অধিবেশনের বক্তৃতা হইতে)

---

# জগৎ আমাদের

## বিদেশীয় সংবাদ

**পূর্ব্ব-আফ্রিকা**—খোদাতা'লার ফজলে পূর্ব্ব-আফ্রিকায় তবলীগ ও তালীম-তরবীয়তের কাজ অতি উত্তমের সহিত চলিতেছে। তথায় আহমদীয়া দারুৎ-তবলীগে প্রতি সপ্তাহে তবলীগী মিটিং করিয়া ইস্‌লাম ও আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তৃতাদি প্রদান করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত রীতিমত কোরান করীম ও হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনান হয়, জেলখানায় যাইয়া কয়েদীদিগকে ধর্ম্ম বিষয় বুঝান হয়। টুবুরাতে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, তাহাতে ধর্ম্ম বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। স্থানীয় ডায়রেক্টর অব্‌ এজুকেশন এই মাদ্রাসা পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি ছাত্রদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দর্শনে বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছেন। টুবুরাতে একটী হাই স্কুলও আছে। ইদানিং শিক্ষাবিভাগকর্ত্তৃক ইহার এফিলিয়েসন হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ব-আফ্রিকার নিষ্ঠাবান ভ্রাতাগণ এবারকার তাহরীকে জদীদের আহ্বানে পাঁচ শত দশ শিলিং-এর প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহাদের আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন। গত ঈদুল-ফেতরে প্রায় ছয় শত লোক নামাজে যোগদান করিয়াছিল। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের এই ভ্রাতাগণকে নিষ্ঠায় ও ঈমানে তরক্কী দিন এবং পবিত্র সেল-সেলাকে তথায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দান করুন। —আমীন।

**লণ্ডন**—খোদাতালার ফজলে লণ্ডন মসজিদে গত ইদুজ্জোহা পর্ব্ব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন

দেশীয় বহু মোসলেম এবং অনেক ব্রিটিশ নৌ-মোসলেম ভ্রাতা ভগিনী নমাজে যোগদান করিয়াছিলেন। মৌলানা আবদুর রহীম সাহেব দরদ্ এম, এ, খোৎবা পাঠ করিয়াছিলেন। নমাজান্তে একটি সভার অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। তাহাতে বহু গণ্য মান্য লোক যোগদান করিয়াছিলেন। ভারত-সচিব লর্ড জ্যাট্‌লেণ্ড সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। মিস্ নাছিরা বেগম নাম্নী একটি ব্রিটিশ মুসলিম বালিকা কোরান আবৃত্তি করেন এবং মিসেস্ কাউয়েন নাম্নী জনৈক মহিলা স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) এর গুণ কীর্ত্তনে লেখা হইয়াছিল। পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর, পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সার মেল্‌কল্‌ম হেইলী সেই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন। তিনি আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের উন্নতি ও বিস্তার সম্পর্কে এবং জগতে ইসলামের দান সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

**হাঙ্গেরী**—খোদাতালার ফজলে হাঙ্গেরীতে আমাদের জমাত দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। তথায় বর্ত্তমানে আমাদের দুইজন প্রচারক কাজ করিতেছেন—মৌলবী হাজী আহাম্মদ খান আইয়াজ বি, এ, এল, এল বি, এবং মৌলবী মোহাম্মদ ইব্রাহী সাহেব বি, এ,। তথায় গত ঈদুজ্জোহা মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। **হাঙ্গেরীতে তুরস্ক রাজত্বের অবসানের পর ঈদুজ্জোহা উপলক্ষে ইহাই সর্ব্বপ্রথম মুসলিম উৎসব।** ঈদের নমাজ পাঠের পর একটি 'টি পার্টি'র আয়োজন করা হয়। তাহাতে বহু সম্ভ্রান্ত লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উক্ত 'টি পার্টি'তে বুদাপেস্ত মিউনিসিপালিটির সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ডাঃ এন্‌ড্র মেড্‌রিক্‌জ্‌কি একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়া বলেন যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সাধনে হাঙ্গেরী এক উত্তম সহায় হইবে। হাঙ্গেরীর মারফত প্রাচ্যের শান্তির বাণী প্রতীচ্যে পৌছিবে এবং প্রতীচ্যের আধুনিক সভ্যতা প্রাচ্যে পৌছিবে। তিনি হাঙ্গেরীর প্রেসে আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায় সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে হাঙ্গেরীতে এপর্য্যন্ত ৭৫ জন উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রলোক আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতিপয় ডাক্তার ও আইনজ্ঞ তাহার নিজ পরিচিত। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তালা তথায় আমাদের জমাতকে আরো কৃতকার্য্যতা প্রদান করেন। —আমীন।

## দেশীয় সংবাদ

**কাদিয়ান শরীফ** ঃ—(১) অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও নিখিল আহ্‌মদীয়া সঙ্ঘের 'মজ্‌লিসে-সোরার' উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে নির্ব্বাচিত আহ্‌মদী সদস্যগণ কাদিয়ান শরীফে যাইতেছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে খানবাহাদুর মৌলবী আবুল হাসেম খাঁ চৌধুরী সাহেব এম, এ, বি, টি, কাদিয়ান শরীফ গিয়াছেন। তিনি উক্ত কনফারেন্সে যোগদান করিবেন এবং উক্ত কনফারেন্সের পরও কিছুকাল সেখানে অবস্থান করিবার পর পুনঃ বঙ্গদেশে ফিরিবেন।

(২) কাদিয়ান শরীফের সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্ (আইঃ) শারিরীক অসুস্থতা নিবন্ধন বিগত কয়েক জুমাতে খোৎবা প্রদান করিতে পারেন নাই। ইদানিং আমরা যে সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে জানা যায় যে ক্রমশঃ তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিতেছেন। বঙ্গীয় আহ্‌মদী ভ্রাতাদের কর্ত্তব্য যেন তাহারা সকলে খোদাতালার দরগাহে তাঁহার পূর্ণ আরোগ্য লাভের জন্য সতত দোয়া করেন।

মাননীয়া হজরত উম্মোল-মোমেনীন সাহেবা (হজরত মসিহ মাউদের, আঃ, সহধর্ম্মিনী) খোদাতা'লার মহিমাবলে আরোগ্য লাভ করিতেছেন, আল্-হামদুলিল্লাহ্। তাঁহার জন্যও সকলের দোয়া করা কর্ত্তব্য।

**মোবাল্লেগীনের বিষয়** ঃ—(১) মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী বি, এ, ঢাকায় আঞ্জোমন হলে সন্ধ্যার পর রীতিমত দরস্ দিতেছেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ সকাল বেলায় তাঁহার বাসায় (২০ নং খাজে দেওয়ান, ঢাকা) তিনি কোরানশরীফ ও হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) পুস্তকের দরস্ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা ইহাতে যথাবিহিত ফল উৎপাদিত করুন, আমীন! তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার হিসাব সংক্রান্ত কার্য্যাবলীতে লিপ্ত আছেন এবং ৪ঠা এপ্রিল 'তবলীগ ডে' উপলক্ষে আবশ্যকীয় কার্য্যাদি সম্পাদনে বিশেষভাবে ব্যস্ত আছেন।

(২) মৌলানা জিল্লুর রাহ্‌মান সাহেব এই মাসে উত্তর বঙ্গে টুর করিতেছেন। বগুড়াতে (ক) 'ইস্‌লাম ও জগতের ভবিষ্যৎ' এবং (খ) 'খাতামান নবীন' এই দুই বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে বহু জনসাধারণ ও বিশিষ্ট লোক উপস্থিত ছিলেন। তাহারা উক্ত বিষয়াদিতে তাঁহার প্রদত্ত সুক্ষ্ম প্রমানাদি শ্রবনে সকলে আপ্যায়িত হইয়াছেন।

তৎপর তিনি Parliament of Relegions এ যোগদান করিবার জন্য কলিকাতা গিয়াছিলেন এবং Islam is a path to God বিষয়ে এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত

তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সেখানে বিশিষ্ট লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পবিত্র আহমদী ছিল্‌ছিলার শিক্ষা ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি রঙ্গপুর জেলায় তবলীগ কার্য্য সম্পাদন করিতে গিয়াছেন এবং সেখান হইতে তিনি পুনঃ বগুড়ায় যাইবেন। আল্লাহ্‌ তা'লা তাহার কার্য্যে সহায় হউন এবং তাঁহাকে কৃতকার্য্য করুন, আমীন!

(৩) মৌলবী আজীজ উদ্দিন সাহেব ও মৌলবী হাফিজ উল্লাহ্‌ সাহেব নদীয়া জেলায় তবলীগ কার্য্যে গিয়াছেন। ভরতপুরে (মুর্শিদাবাদ) অবস্থান কালে স্থানীয় আহ্‌মদী জমাতের তালীম ও তরবিয়ত বিষয়ে তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তবলীগও করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করুন, আমীন!

**আন্‌সারুল্লাহ্‌র রিপোর্ট**:—আলোচ্য মাসে ঘাটুরা, বিষ্ণপুর, (ত্রিপুরা), বাজিতপুর, তাতারকান্দি, শোহাগী, (ময়মনসিংহ), বাঁকুড়া এবং ঢাকার স্থানীয় আঞ্জোমনের মাসিক রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য আঞ্জোমনের কার্য্যচালকগণ এ বিষয়ে মনযোগ করিবেন এবং তাহাদের কার্য্যকলাপ আমাদিগকে জানাইবেন।

**৪ঠা এপ্রিল, 'তবলীগ ডে'**:—(ক) এই উপলক্ষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে 'তিনিই আমাদের কৃষ্ণ', ও 'অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম' এই দুইটি পুস্তিকা এবং হ্যাণ্ডবিল 'ভারতের উদ্ধার পর্ব্ব' প্রকাশিত হইয়াছে যাহা এই উপলক্ষে অতি আবশ্যকীয়। বঙ্গদেশের যে যে স্থানীয় আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের পক্ষ হইতে উল্লিখিত পুস্তিকা ও হেণ্ডবিলের জন্য অর্ডার পাওয়া গিয়াছে তাহাদের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

(খ) (১) করুরা, (২) দেবগ্রাম, (৩) বিষ্ণপুর, (৪) আহ্‌মদী পাড়া, (৫) সরাইল, (৬) ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, (ত্রিপুরা); (৭) সিউরি; (৮) বাঁকুড়া; (৯) বগুড়া; (১০) রঙ্গপুর; (১১) পটুয়াখালি; (১১) তাতারকান্দি, (১২) বীরপাইকশা, (১৩) বাহেরনগর, (১৪) বগাপুতা (ময়মনসিংহ)।

(গ) এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভ্রাতাগণ হইতেও অর্ডার পাওয়া গিয়াছে:—

মৌলবী আব্দুল জলীল,—ফরিদপুর; মৌলবী সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব,—রঙ্গপুর; মৌলবী আজীমুদ্দীন সাহেব,—শ্রীহট্ট; মৌলবী আশেকুল্লাহ্‌ সিকদার সাহেব,—পাণ্ড, আসাম; মৌলবী আব্দুল হাদী সাহেব—নোয়াখালী; মৌলবী এ, কে, এম, কাজী খলিলুর রাহমান সাহেব,—কিশোরগঞ্জ; মৌলবী আব্দুল আজীজ সাহেব,—ময়মনসিংহ; মৌলবী মাহকুমদীন সাহেব,—মেদিনীপুর।

## প্রাপ্তি সংবাদ

বর্ত্তমান মাসে নিম্নলিখিত বন্ধুগণ হইতে 'আহ্‌মদী'র বার্ষিক চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। যেজাহুমুল্লাহ্‌ আহ্‌সানুল যেজা। আশা করি অন্যান্য বন্ধুগণও তাঁহাদের চাঁদা সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যে সকল বন্ধুর গত বৎসরের চাঁদার মেয়াদ অতিবাহিত হইয়াছে (গত ডিসেম্বর মাসে সকল গ্রাহক গ্রাহিকাগণেরই চাঁদার মেয়াদ অন্ত হইয়াছে) তাঁহারা সত্বর চলিত বৎসরের চাঁদা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

১। মৌলবী আব্দুল লতীফ সাহেব,
২। মৌলবী আব্দুল জলীল সাহেব,
৩। মুন্সি আব্দুর রাহমান সাহেব,
৪। মোঃ মীর সেকান্দর আলী সাহেব,
৫। মিসেস আইয়ুবন্নেসা খাতুন,
৬। মুন্সি আব্দুল গফুর সাহেব,
৭। মোঃ কোব্বাদ আলী খান,
৮। মুন্সি মিঞা চান্দ মিঞা,
৯। মুন্সি মজিরুদ্দিন আহ্‌মদ।

নিম্নলিখিত বন্ধুগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপ্রদত্ত আংশিক চাঁদা ইতিমধ্যে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। যেজাহুমুল্লাহ্‌ আহ্‌সানুল যেজা।

১। মৌলবী মীর উস্‌মান আলী সাহেব,
২। মৌলবী গোলাম মৌলা খাদীম সাহেব,
৩। মৌলবী আব্দুল লতীফ সাহেব,
৪। মিসেস সৈয়দা খুরশেদা আখতার বেগম সাহেবা,
৫। মুন্সি আব্দুল হেকীম সাহেব।


# বহুমূত্রের মহৌষধ

মহাপুরুষ প্রদত্ত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার দ্বারা প্রশংসিত
শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বামাকুটীর পোঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া
(এ-বি-আর)

## বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

১। আহ্‌মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

## বিজ্ঞাপনের হার

| | | | |
|---|---|---|---|
| সাধারণ পূর্ণ এক | পৃষ্ঠা | মাসিক | ১২৲ |
| „ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম | | „ | ৭৲ |
| „ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম | | „ | ৪৲ |
| „ সিকি কলম | | „ | ২৷৷০ |
| কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ | পৃষ্ঠা | মাসিক | ২০৲ |
| „ „ „ অর্দ্ধ | „ | „ | ১২৲ |
| „ „ ৩য় পূর্ণ | „ | „ | ২০৲ |
| „ „ „ অর্দ্ধ | „ | „ | ১২৲ |
| „ „ ৪র্থ পূর্ণ | „ | „ | ৩০৲ |
| „ „ „ অর্দ্ধ | „ | „ | ১৫৲ |

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,

১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

---

**UNIQUE OPPORTUNITY FOR READERS OF RELIGIOUS PERIODICALS.**

আহ্‌মদী—বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা

**The Sunrise**—A High Class Weekly, published from Lahore, devoted to religious, political, and social interests of the country. Annual Subscription Rs. 4/-, For students Rs. 3/-

**The Review of Religions**—A High Class Monthly Magazine devoted to the study anP criticism of all religions of the world and the true exposition of Islam. Annual Subscription Rs. 4/-

A limitted number of the above periodicals are offered by the Bengal Provincial Ahmadiyya Association at the concession rate of Re. 1/8- each per annum.

Apply immediately to the General Secretary, at 15 Bakshibazar Road, Dacca.

হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

# আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

মার্চ্চ, ১৯৩৭ ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

(কাদিয়ান)

## প্রবন্ধ সূচী

| | |
|---|---|
| দোয়া ... ... .. ... | ৫৩ |
| কোরান-তত্ত্ব ... ... ... ... | ৫৪-৫৬ |
| হাদীসের যৎকিঞ্চিৎ ... ... ... | ৫৬ |
| প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ-সূচনা ও আমাদের কর্ত্তব্য ... ... | ৫৭-৬৩ |
| অর্থ-সঙ্কট দূরীভূত করিবার নূতন ব্যবস্থা ... ... | ৬৪-৬৯ |
| কাদিয়ান ভ্রমণ— ... ... ... | ৬৯-৭২ |
| হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) অমৃতবাণী :— ... | ৭২-৭৩ |
| জগৎ আমাদের :— ... ... ... | ৭৩-৭৬ |

বিদেশীয় সংবাদ :—পূর্ব্ব-আফ্রিকা, লণ্ডন, হাঙ্গেরী।

দেশীয় সংবাদ :—কাদিয়ান শরীফ, মৌবাল্লেগীনের বিষয়, আন্‌সারুল্লাহ্‌র রিপোর্ট, প্রাপ্তি সংবাদ, বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ১৷৷০ প্রতি সংখ্যা ৵০

# মজলিসে শোরার সিদ্ধান্ত

## ৭০০০০০ সাত লক্ষ টাকার বাজেট

( ১৯৩৭—৩৮ ইং )

নূতন

তবলীগ কেন্দ্র

কলিকাতা, বোম্বে, করাচি

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

এতদ্বারা 'আহ্‌মদীর' গ্রাহক গ্রাহিকাগণের দৃষ্টিগোচর করা হইতেছে যে তাঁহাদের প্রথম বর্ষের চাঁদার মেয়াদ গত ১৯৩৬ ইং ডিসেম্বর মাসে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং গত জানুয়ারী মাস হইতে তাঁহাদের নিকট দ্বিতীয় বর্ষের চাঁদা প্রাপ্য হইয়াছে। অতএব অনুরোধ যে গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বিতীয় বর্ষের চাঁদা অতি সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

ম্যানেজার,—আহ্‌মদী কার্য্যালয় :
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, ( বেঙ্গল )।

---

বঙ্গীয় 'অস্পৃশ্য' ভ্রাতাভগিনিগণকে

উপহার

'অস্পৃশ্য জাতি ও ইস্‌লাম'

মোস্‌লিম সমাজ কর্ত্তব্যপরায়ণে তৎপর হউন। উক্ত পুস্তক আপনাদের প্রতিবাসী 'অস্পৃশ্য' ভাই-বোনদিগকে উপহার দিয়া সত্য ইস্‌লামের শান্তিবাণী প্রচার করুন।

—'অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম'—

মূল্য প্রতি কপি—তিন পয়সা।
একত্রে এক টাকায় ২৫ খান।
একত্রে পাঁচ টাকায় ১৫০ খান।
একত্রে দশ টাকায় ৩৫০ খান।

পাঁচ টাকার কম অর্ডারের জন্য ভিঃ পিঃ, করা হয় না। নিম্নতম অর্ডারের জন্য মূল্য অগ্রিম দেয়।

প্রাপ্তিস্থান :—

ম্যানেজার—'আহ্‌মদী কার্য্যালয়'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

# প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ ( ধর্ম্ম-বিশ্বাস )

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই ( দঃ ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশী বাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরাণ শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের ( স্বর্গ ও নরক ) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি। এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ ( দঃ ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরাণ শরীফের পংক্তিতে ——"তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন ……এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"—হজরত মোহম্মদের ( দঃ ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ্‌মদ** ( আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরাণ শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ ( দঃ ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভব পর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের ( দঃ ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের ( দঃ ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (দঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (দঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (দঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (দঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে:—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরতের উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজো' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

# আহমদীয়া মতবাদ কি ?

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ আলায়হেস্‌সালামের দাবী এই যে, বিভিন্ন ধর্ম্মে বিভিন্ন নামে শেষ যুগে যে মহাপুরুষের আগমনের সংবাদ আছে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ। অতীত যুগসমূহের পয়গম্বর বা অবতারগণের ন্যায় আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাইয়া ধর্ম্মের অভিজ্ঞতামূলক ব্যাখ্যা প্রচার করা এবং যাবতীয় ভুল ধারণার সংশোধন করা তাঁহার কাজ।

তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইসলাম বিশ্ব মানবের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার মনোনীত ধর্ম্ম। কালের প্রভাবে মুসলমানের মধ্যে যে সকল ভুল ধারণা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তিনি তৎসমুদয়ের সংশোধন করিয়া ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইসলামের অনুসরণ করিয়া মানুষ হজরত ঈসা, হজরত মুসা, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধদেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণের তুল্য জ্ঞানী ও শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে।

হজরত আহ্‌মদ (আঃ) ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ১৯০৮ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত হজরত মোলানা মৌলবী হাজী হাকীম নুরুদ্দিন 'রাজী-আল্লাহ-আনহু' তাঁহার প্রথম খলিফা বা প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান খলিফার নাম হজরত **মির্জা বশীর-উদ্দিন মাহমুদ আহ্‌মদ** (আইয়াদহুল্লাহু তায়ালা বেনাছরিহিল্‌ আজীজ)।

পাঞ্জাবের জিলা গুরুদাসপুরের অধীন কাদিয়ান সহর আহ্‌মদীয়া মতবাদের কেন্দ্র। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইহার শাখা সমিতি আছে। কেন্দ্রীয় কার্য্য পরিচালনার জন্য 'সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া' নামক একটি আঞ্জোমন আছে। এই আঞ্জোমনের অধীন কয়েকটি বিভাগ আছে। এই সকল বিভাগের সেক্রেটারিগণ হজরত খলিফাতুল্‌ মসিহের তত্ত্বাবধানে আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করেন।

# আহমদীর নিয়মাবলী।

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সংখ্যা আহমদীতে এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক' আহমদী ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,' ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, (বেঙ্গল)।

## আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

| নাম | মূল্য |
|---|---|
| Extracts from the Holy Quran ... ... | 12 *as.* |
| Ahmed, His claims and Teachings ... | 8 *as.* |
| The Teachings of Islam | 4 *as.* |
| Islam and its Comparision with other religions (Paper bound ... | 12 *as.* 8 *as.*) |
| The Imam of the Age ... | 1 *a.* |
| Vindication of the Holy Prophet ... | 2 *as.* |
| The Ftuure Religion of the World ... | 2 *as.* |
| The Message from Heaven | 1 *a.* |
| ধর্ম্ম সমন্বয় ... | ।৹ |
| আহমদীয়া মতবাদ ... | ।৹ |
| ইমামুজ্জমান ... | ৶৹ |
| আহমদ চরিত ... | ।৹ |
| চশ্‌মায়ে মসিহ্‌ ... | ।৹ |
| জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু) ... | ।৹ |
| হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ... | ৶৹ |
| প্রিতি-সম্ভাষণ ... | ৴৹ |
| অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম ... | ৵৫ |
| তহকাক-উদ্দীন ... | ৵১০ |
| তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ... | ৫ |
| আমাদ লসালেহ্‌ (উর্দ্দু) ... | ৸৹ |

দ্রষ্টব্য—এজেন্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহমদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan, B. A. B. L. from 15, Bakshi Bazar Road, Dacca. (Bengal).